ক্যারিয়ার গাইডেন্স

ছাত্রছাত্রীদের জন্য কর্মপুস্তিকা

TATA TRUSTS

Vikramshila

ক্যারিয়ার গাইডেন্স

ছাত্রছাত্রীদের জন্য কর্মপুস্তিকা

TATA TRUSTS

Vikramshila

সূচিপত্র

ভূমিকা	**১**
উদ্দেশ্য	**২**
অধ্যায় ১	**৩**
ক্যারিয়ার হাব : স্বপ্নের জীবিকা বেছে নেওয়ার পথ	৪
অধ্যায় ২	**৫**
ক্যারিয়ার কী বুঝতে পারা	**৬**
কার্যকলাপ ১. ক্যারিয়ার কী?	৬
কার্যকলাপ ২ : আমার স্বপ্নের জীবিকা	৭
কার্যকলাপ ৩ : পেশা, ব্যাবসা এবং চাকরির মধ্যে পার্থক্য	৭
অধ্যায় ৩	**৮**
কর্মজীবনে সাফল্য লাভ করার জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলি	**৯**
কার্যকলাপ ১ : ক্যারিয়ারে সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ৪টি মূল বিষয়	৯
কার্যকলাপ ২ : কিছু বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনকাহিনি	১১
অধ্যায় ৪	**১৩**
সাইকোমেট্রিক টেস্ট	**১৪**
প্রবণতা ও ক্ষমতা/ সক্ষমতা পরীক্ষা (এ্যাপটিচুড এবিলিটি টেস্ট)	**১৪**
কার্যক্রম ১ : RIASEC টেস্ট	১৪
কার্যক্রম ২ : RIASEC টেস্ট বিশ্লেষণ	১৭
অধ্যায় ৫	**২২**
সঠিক ক্যারিয়ার বেছে নেওয়া	**২৩**
কার্যক্রম ১ : বাস্তব জীবনের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা	২৩
কার্যক্রম ২ : হবি সম্পর্কিত কয়েকটি বাস্তব জীবনের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা	২৫
কার্যক্রম ৩ : ‘‘আমার আগ্রহ, আমার কর্মজীবন’’	২৮

অধ্যায় ৬ **২৯**

ক্যারিয়ার সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান **৩০**

কার্যক্রম ১ : আকর্ষণীয় ক্যারিয়ারের প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করা **৩০**

কার্যক্রম ২ : ‘‘আমার পছন্দ, আমার ক্যারিয়ার’’ **৩০**

কার্যক্রম ৩ : কাজের কর্মক্ষেত্র/ক্যারিয়ার অনুসন্ধান ও শ্রেণিকক্ষ উপস্থাপনা **৩১**

কার্যক্রম ৪ : ক্যারিয়ার কার্ড নির্বাচন করা **৩২**

অধ্যায় ৭ **৩৪**

আমার ক্যারিয়ার পরিকল্পনা **৩৪**

১. ছাত্রছাত্রীর পারিবারিক পটভূমি **৩৫**

২. আমার ক্যারিয়ার পরিকল্পনা **৩৫**

৩. নিজের পরিচয় দেওয়া **৩৬**

৪. বায়োডাটা লেখা **৩৭**

ভূমিকা

ছাত্রছাত্রী হিসাবে জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ ধাপে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। তাই ভবিষ্যতের ক্যারিয়ার কর্মজীবন নিয়ে ভাবা খুবই জরুরি। একবিংশ শতাব্দীর এই দ্রুত বদলে যাওয়া পৃথিবীতে শুধু বইয়ের পড়া জানলেই চলবে না; নিজ নিজ আগ্রহ, যোগ্যতা আর ভবিষ্যৎ স্বপ্ন নিয়েও ভাবতে হবে।

এই বয়সে, বিশেষ করে অষ্টম, নবম ও দশম শ্রেণিতে পড়ার সময়, আমাদের যেসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয়; সেগুলি হল কী বিষয় পড়ব, নিজের কোন্ দিকটা ভালো লাগে; সেটা ভবিষ্যতের উচ্চশিক্ষা ও চাকরির পথ তৈরি করে দেবে কি না, ইত্যাদি বিষয়ে। তাই এখন থেকেই যদি একটু পরিকল্পনা করি, নিজের ভালো লাগা আর সক্ষমতার দিকগুলো চিনতে পারি, তাহলে সামনে এগোনোটা অনেক সহজ হবে।

এই কর্মপুস্তিকাটি সেই পথচলার দিশা দিতে তৈরি করা হয়েছে। এখানে এমন কিছু কার্যক্রম, তথ্য ও প্রশ্ন আছে যা ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ ও দক্ষতা চিহ্নিত করতে সাহায্য করবে। আমরা কে কী করতে ভালোবাসি? কোন্ ধরনের কাজ নিজের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ? ভবিষ্যতে কী হতে চাই? এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে এই বইটি আমাদের সঙ্গী হবে।

শিক্ষক-শিক্ষিকারা সব সময় পাশে আছেন। তাঁরা শুধু পুঁথিগত জ্ঞান অর্জনেই সাহায্য করেন না, জীবনের দিশাও দেখান। তাঁরা আমাদের স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য অনুপ্রেরণা দেন। আমাদের মা-বাবা বা অভিভাবকরাও আমাদের পাশে আছেন। আমাদের উচিত খোলামেলাভাবে আমাদের ভাবনা তাঁদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া।

আশা করি, এই পুস্তিকা ছাত্রছাত্রীদের আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে, সঠিক পথে এগোতে সাহায্য করবে এবং পছন্দের ক্যারিয়ার বেছে নিতে সহায়ক হবে।

- Vikramshila Career Portal : https://vikramshila.org/cc/home
- WB Career Portal : https://wbcareerportal.in

আমার ভবিষ্যৎ আমার হাতেই; এই যাত্রা শুরু হোক আজ থেকেই!

উদ্দেশ্য

ক্যারিয়ার গাইডেন্স প্রোগ্রাম : ভবিষ্যতের পথচলা শুরু

তুমি কী হতে চাও? ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, ব্যাবসায়িক; নাকি একেবারে ভিন্ন কিছু? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে আমরা তোমার পাশে আছি।

মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি ক্যারিয়ার গাইডেন্স প্রোগ্রাম তৈরি করা হয়েছে যাতে আগ্রহ, দক্ষতা এবং ভবিষ্যৎ লক্ষ্যের সঙ্গে মিলিয়ে উপযুক্ত ক্যারিয়ার বেছে নেওয়া সম্ভব হয়।

এখানে মাদ্রাসার একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের পছন্দ, মূল্যবোধ ও স্বপ্ন বোঝার চেষ্টা করা হবে এবং সে অনুযায়ী দিক্‌নির্দেশনা প্রদান করা হবে।

প্রোগ্রামটি শুধু ছাত্রছাত্রীদের জন্য নয়; অভিভাবকদের জন্যও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যাতে সন্তানের চিন্তা-ভাবনা ও আগ্রহ বোঝা এবং পাশে থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহজ হয়।

এইভাবে, ছাত্রছাত্রীরা নিজের ভবিষ্যৎ গঠনের পথে সহায়তা পাবে।

কেন এই প্রোগ্রামটা গুরুত্বপূর্ণ?

বর্তমানের সময়টা খুব দ্রুত বদলে যাচ্ছে। নতুন ধরণের ক্যারিয়ার আসছে, পুরনো অনেক কিছু বদলে যাচ্ছে। তাই ভবিষ্যতের জন্য তৈরি হতে গেলে এখন থেকেই সচেতন হওয়া দরকার। এই প্রোগ্রাম আমাদের —

- নিজের আগ্রহ ও সক্ষমতা চিহ্নিত করতে সাহায্য করবে,
- ক্যারিয়ার সম্পর্কে সঠিক তথ্য দেবে,
- আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে।

মাদ্রাসায় কীভাবে এই প্রোগ্রাম চলবে?

এই প্রোগ্রাম সফল করতে আমাদের শিক্ষক-শিক্ষিকারা নানান উদ্যোগ নেবেন। তাঁরা :

- আমাদের নিয়মিত পরামর্শ দেবেন।
- আগ্রহ ও দক্ষতা অনুযায়ী ক্যারিয়ার পরিকল্পনায় সাহায্য করবেন।
- মাদ্রাসায় ক্যারিয়ার ক্লাব গড়ে তুলবেন, যেখানে মাসে একবার বা পাক্ষিকভাবে কর্মসূচি হবে।
- 'ক্যারিয়ার হাব' তৈরি করবেন, যেখানে চাকরি ও পড়াশোনার নতুন তথ্য থাকবে।
- অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ছাত্রছাত্রীদের পছন্দ-অপছন্দ নিয়ে আলোচনা করবেন।

কী কী উপকরণ ব্যবহৃত হবে?

এই প্রোগ্রাম চালাতে কিছু চমৎকার উপকরণ থাকবে, যেমন :

- UNICEF-এর ৫০০টি ক্যারিয়ার কার্ড, যা অনলাইনে বা প্রিন্ট করে ব্যবহার করা যাবে।
- ছাত্রছাত্রীদের জন্য কর্মপুস্তিকা, যেখানে নিজের কাজের নির্দেশনা থাকবে।
- ব্যক্তিগত ডায়েরি, যেখানে নিজের ভাবনা, স্বপ্ন ও লক্ষ্য লিখে রাখতে পারবে।
- 'RIASEC' নামের একটি সাইকোমেট্রিক টেস্ট, যা ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ আর দক্ষতা বুঝতে সাহায্য করবে।

এই যাত্রায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছাত্রছাত্রীরা নিজেরই। তাই মন খুলে ভাবতে হবে, প্রশ্ন করতে হবে, নতুন কিছু শিখতে হবে এবং স্বপ্ন দেখতে হবে। আমাদের স্বপ্ন সত্যি হোক। এই যাত্রা শুরু হোক আজ থেকেই!

অধ্যায় ১

ক্যারিয়ার হাব : স্বপ্নের জীবিকা বেছে নেওয়ার পথ

ক্যারিয়ার হাব : স্বপ্নের জীবিকা বেছে নেওয়ার পথ

তোমাদের ভবিষ্যৎ কেমন হবে, সেটা অনেকটাই নির্ভর করছে তোমাদের আজকের সিদ্ধান্তের ওপর।

এই চিন্তা থেকেই তোমাদের মাদ্রাসায় 'ক্যারিয়ার হাব' চালু করা হচ্ছে; একটি বিশেষ স্থান, যেখানে তোমাদের ক্যারিয়ার নিয়ে জানতে, ভাবতে ও সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে নানা কার্যক্রম। চলো জেনে নিই, এখানে কী কী হবে :

কী কী করবে ও শিখবে ক্যারিয়ার হাবে?

- বিভিন্ন ক্যারিয়ার সম্পর্কে জানবে; যেমন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, গ্রাফিক ডিজাইনার, চাষি, কারিগরি কাজ, সফটওয়্যার ডেভেলপার, ব্যাবসায়িক ইত্যাদি। প্রচলিত কাজ তো বটেই, নতুন-নতুন কাজ সম্পর্কেও জানতে পারবে।
- প্রতি সপ্তাহে অ্যাসেম্বলিতে একটি ক্যারিয়ার নিয়ে আলোচনা হবে। তোমাদের জানা ক্যারিয়ারগুলির বাইরেও কত নতুন পথ রয়েছে; সেগুলোও ধীরে ধীরে চিনে নিতে পারবে।
- মাদ্রাসার দেয়ালে থাকবে নানা পোস্টার, খবরের কাগজের কাটিং, তথ্য কার্ড ও ক্যারিয়ার নির্বাচন গাইডলাইন; যা তোমাদের ভাবনাকে আরও সমৃদ্ধ করবে।
- অনুপ্রেরণা প্রদানের জন্য অতিথি আসবেন; যাঁরা তোমাদের মতোই একদিন স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং আজ সফল। তাঁদের গল্প শুনে তোমরা এগিয়ে চলতে আরও উদ্দীপনা পাবে।
- 'ওয়েবিনার' আয়োজন করা হবে, যেখানে তোমরা ও তোমাদের শিক্ষকরা সরাসরি বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের মানুষের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে, প্রশ্ন করতে পারবে।
- অভিভাবকদেরও যুক্ত করা হবে; যাতে তাঁরা তোমাদের আগ্রহটা বুঝতে পারেন এবং তোমাদের উৎসাহ দিতে পারেন।

বার্ষিক ক্যারিয়ার মেলা : উৎসব তোমাদের ভবিষ্যতের

বছরে একবার তোমাদের মাদ্রাসায় হবে একটি আকর্ষণীয় ক্যারিয়ার মেলা, যেখানে থাকবে —

- কুইজ ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা
- পোস্টার তৈরি প্রতিযোগিতা
- ক্যারিয়ার সংক্রান্ত তথ্য ও পরামর্শ
- বিভিন্ন সংস্থা ও কর্মক্ষেত্রের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার সুযোগ

এই ক্যারিয়ার হাব তোমাদের নিজেদের আগ্রহ ও দক্ষতা/সক্ষমতা চিহ্নিত করতে সাহায্য করবে, নতুন কাজের সুযোগ সম্পর্কে জানাবে, আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলবে এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করতে সহায়তা করবে। তোমরা বুঝতে শিখবে; শুধু স্বপ্ন দেখলেই হবে না, সেই স্বপ্ন পূরণের প্রস্তুতিটাও আজ থেকেই শুরু করতে হবে।

ক্যারিয়ার তৈরি করা একজন ব্যক্তির জন্য কেন গুরুত্বপূর্ণ?

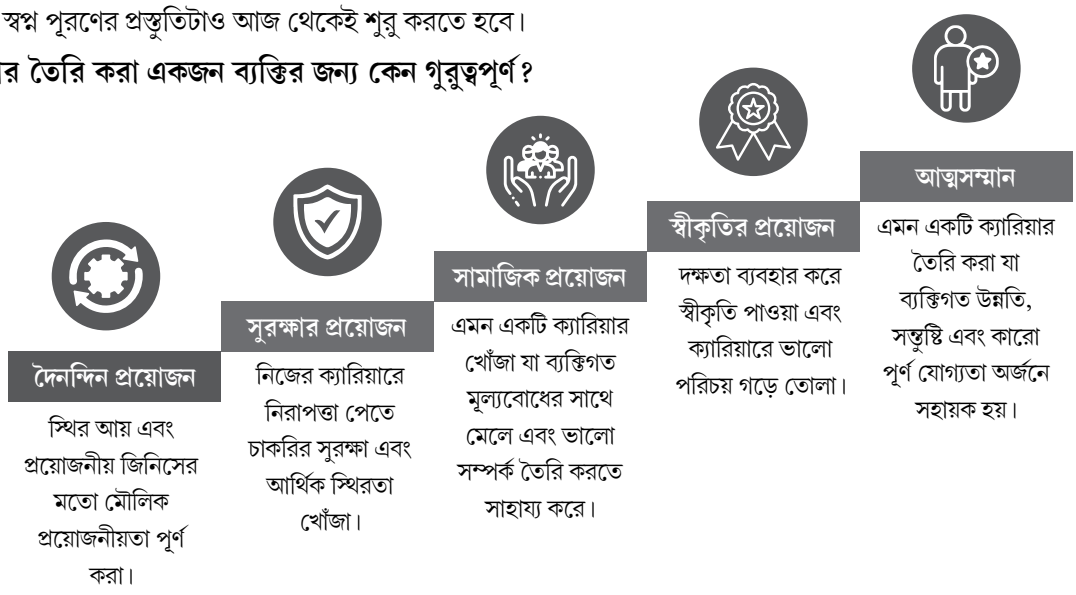

অধ্যায় ২

ক্যারিয়ার কী তা বুঝতে পারা?

ক্যারিয়ার কী বুঝতে পারা

ক্যারিয়ার শুধু চাকরি নয়, এটি একজনের শিক্ষা, দক্ষতা, আগ্রহ ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে গঠিত একটি ধারাবাহিক কর্মপথে যাত্রা। সঠিক ক্যারিয়ার জ্ঞান ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সহায়ক, তাই বিষয়টি বোঝা ও অনুশীলন করা জরুরি।

কার্যকলাপ ১ : ক্যারিয়ার কী?

জীবিকার মানুষের জীবনে প্রয়োজন হলেও ক্যারিয়ার তার চেয়েও বেশি কিছু। এটি রোজগারের পাশাপাশি আত্মতৃপ্তি ও পরিচিতি গঠনের পথ। সঠিক ক্যারিয়ার বেছে নিতে নিজের আগ্রহ ও সক্ষমতা জানা জরুরি এবং প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করে নিজেকে প্রস্তুত করাও গুরুত্বপূর্ণ।

উদ্দেশ্য :

এই কার্যকলাপের শেষে আমরা বিভিন্ন ধরনের ক্যারিয়ার সম্পর্কে বুঝতে পারব।

- বিভিন্ন ধরনের চাকরি, ব্যাবসার তথ্য পাওয়া।
- বিভিন্ন ধরনের কাজের শ্রেণিবিন্যাস বুঝতে পারা।
- শ্রেণিবিন্যাসের কারণগুলো বুঝে নিজের জন্য ক্যারিয়ার নির্বাচনের পরিকল্পনা তৈরি করা।

প্রক্রিয়া :

- শিক্ষক-শিক্ষিকার পরামর্শ অনুযায়ী নিজের খাতায় এই মানস-মানচিত্র বানাই।

মানস-মানচিত্রে উল্লিখিত জীবিকাগুলি নীচে দেওয়া শ্রেণিতে ছাত্রছাত্রীরা ভাগ করবে :

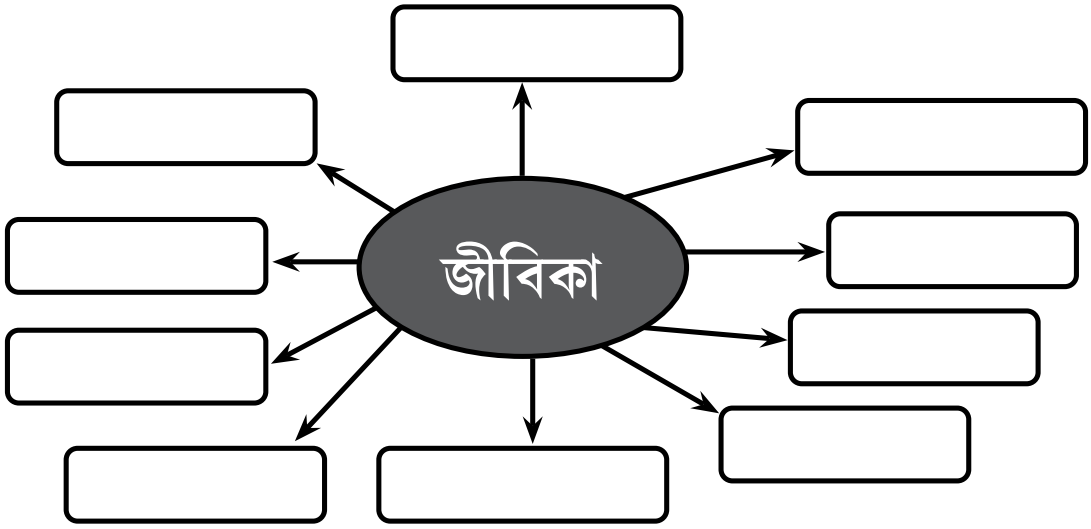

জীবিকা	দক্ষ কর্মী	অদক্ষ কর্মী	উচ্চ শিক্ষা বা দীর্ঘ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন	ছোটো প্রশিক্ষণ বা প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই	বেশি রোজগার	কম রোজগার

কার্যকলাপ ২ : আমার স্বপ্নের জীবিকা

প্রক্রিয়া :

ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে একে অপরের স্বপ্নের জীবিকা সম্পর্কে কথা বলব। বন্ধুদের প্রশ্ন করব, যেমন; ''তুমি কেন এই চাকরিটা বেছে নিয়েছ?'', ''এই কাজে কী করতে হয়?'', ''তুমি কীভাবে এই চাকরি পাবে বলে ভাবছ?'' মনোযোগ দিয়ে তাদের উত্তর শুনে নিজের মতামতও দেব।

- আমার স্বপ্নের ক্যারিয়ার কী?
- কেন সেটি আমার স্বপ্নের ক্যারিয়ার?
- সেখানে পৌঁছানোর জন্য আমি কী কী করব

আমার লেখা শ্রেণির সামনে উপস্থাপন করি। এরপর অন্তত পাঁচজন বন্ধুর সঙ্গে কথা বলে তাদের স্বপ্নের ক্যারিয়ার সম্পর্কে জেনে নীচের ছক পূরণ করি, যেখানে —

বন্ধুর নাম	তার ভালো লাগার কাজ	সে কাজে তার ভালো লাগার দিকগুলি

কার্যকলাপ ৩ : পেশা, ব্যাবসা এবং চাকরির মধ্যে পার্থক্য

প্রক্রিয়া :

শিক্ষক, মুদি দোকান, অনলাইন কাপড় বিক্রি, পুলিশ সদস্য, দিনমজুর, ইঞ্জিনিয়ার, রেস্তোরাঁ বা হোটেল ব্যাবসা, ভ্যানে করে ফল বিক্রি, ডাক্তার, নির্মাণশ্রমিক, মোবাইল ও ইলেকট্রনিকসের দোকান, ব্যাংক কর্মকর্তা

নীচে দেওয়া পেশা, ব্যাবসা এবং চাকরি সঠিক ঘরে লিখি —

পেশা	ব্যাবসা	চাকরি

অধ্যায় ৩

কর্মজীবনে সাফল্য লাভ করার জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলি

কর্মজীবনে সাফল্য লাভ করার জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলি

কর্মজীবনে সফল হতে গেলে কয়েকটি বিশেষ গুণাবলির প্রয়োজন। আমাদের সকলেরই কিছু না কিছু চারিত্রিক/স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য আছে যা আমাদের সহজাত। নিজেদের এই বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে আমাদের সচেতন হতে হবে। সেই সঙ্গে আমাদের জেনে নেওয়া দরকার সেইসব গুণাবলির কথা, যেগুলির দ্বারা কর্মজীবনে সাফল্য লাভ করা যায়। এইগুলির মধ্যে কয়েকটি সহজাত হলেও বেশ কিছু প্রশিক্ষণ অথবা অনুশীলনের দ্বারা আয়ত্ত করতে হয়।

কার্যকলাপ ১ : ক্যারিয়ারে সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ৪টি মূল বিষয়

বিষয়গুলি নিয়ে ভাবি :

- মূল্যবোধ (আমি কী বিশ্বাস করি?)
- আগ্রহ (আমার কী ভালো লাগে?)
- চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য (আমি কীভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলা করি?)
- দক্ষতা (আমি কী করতে পারি?)

মূল্যবোধ : প্রত্যেক মানুষের কিছু নিজস্ব ধ্যান-ধারণা, আদর্শ, নীতিবোধ, বিশ্বাস থাকে যা তার মূল্যবোধ গড়ে তোলে ও আচরণকে প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ : সততা, কর্তব্যপরায়ণতা, নিষ্ঠা, শৃঙ্খলা, অন্যের ক্ষতি না করা — এগুলি মূল্যবোধ। যদি কারো মধ্যে এই মূল্যবোধগুলি সুদৃঢ় হয়, তাহলে তার পক্ষে কোনো অসৎ কাজে লিপ্ত হওয়া সম্ভব নয়, তা তার পক্ষে যতটাই লাভজনক হোক-না-কেন।

একটি অনুশীলনীর মধ্যে দিয়ে এই মূল্যবোধগুলি আরও ভালোভাবে বোঝা যেতে পারে।

নীচের মূল্যবোধগুলি আমার মতে কোন্‌টি অতি প্রয়োজনীয়, কোন্‌টি প্রয়োজনীয় এবং কোন্‌টি অপ্রয়োজনীয় তা টিক (✓), চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করি।

মূল্যবোধের বিষয়	অতি প্রয়োজনীয়	প্রয়োজনীয়	অপ্রয়োজনীয়
১) পরীক্ষায় ভালো ফল করা			
২) স্বাধীনভাবে চলাফেরা করা			
৩) ভবিষ্যতের প্রস্তুতি নেওয়া			
৪) কর্মক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন			
৫) পিতামাতার সাথে ভালো সম্পর্ক রাখা			
৬) জনপ্রিয় হওয়া			
৭) অনেক বন্ধুবান্ধব থাকা			
৮) ধর্মে বিশ্বাস রাখা			
৯) বিত্তশালী হওয়া			
১০) সৃজনশীল হওয়া			
১১) খেলাধুলায় উৎকর্ষতা লাভ করা			
১২) অবসর সময় উপভোগ করা			
১৩) সুনাগরিক হয়ে ওঠা			
১৪) দামি দামি জিনিসের প্রতি আকর্ষণ থাকা			
১৫) বেড়াতে ভালোবাসা			

আগ্রহ : আমাদের সবারই কোনো কোনো বিশেষ জিনিস বা বিষয় সম্পর্কে বেশি আকর্ষণ বা উৎসাহ থাকে — খেলাধুলা, নাচগান, ছবি আঁকা, বই পড়া ইত্যাদি। আবার মাদ্রাসার পাঠ্য বিষয়ের মধ্যেও কোনো কোনো বিষয় পড়তে বেশি ভালো লাগে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই ভালো লাগার সঙ্গে পরীক্ষার ফলাফলও জড়িত থাকে — যার অঙ্ক ভালো লাগে সে অঙ্কে বেশি নম্বর পায় — যার ইতিহাস ভালো লাগে সে ইতিহাসে ভালো নম্বর পায়। নীচের ছকটি পূরণ করি :

আমার পছন্দের পাঠ্য বিষয় পড়াশোনার বাইরে আমার পছন্দের কাজ	কেন ভালো লাগে	শেষ পরীক্ষায় যে নম্বর পেয়েছি এই কাজটি আমার যে কারণে ভালো লাগে

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য : যে-কোনো মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন ঘটে তার আচরণ, চিন্তা ও আবেগের বহিঃপ্রকাশে। এই বহিঃপ্রকাশ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে এবং ব্যক্তিবিশেষে আলাদা হয়। যেমন — বিপদে পড়লে কেউ সহজেই বিচলিত হয়ে পড়ে, কেউ হয় না, কেউ দলগতভাবে মিলে মিশে কাজ করতে পছন্দ করে, কেউ করে না, কেউ অন্যের বিপদ দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়ে উপকার করে, কেউ পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে যায়।

আমার মধ্যে কী কী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে তা লিখি :

১।
২।
৩।

দক্ষতা : ক্রমাগত চেষ্টা, অনুশীলন অথবা প্রশিক্ষণের মধ্যে দিয়ে আয়ত্ত করা কিছু ক্ষমতা বা সামর্থ্যকে দক্ষতা বলা হয়। যেমন — ইংরাজিতে কথা বলার দক্ষতা, কম্পিউটার চালানোর দক্ষতা, পরিকল্পনা মাফিক কাজ করার দক্ষতা ইত্যাদি। আজকের কর্মজীবনে উন্নতি সাধনের জন্য এই সব দক্ষতাগুলি খুব প্রয়োজন।

আমার মধ্যে আছে এমন দুটি দক্ষতা নীচের ফাঁকা জায়গায় লিখি :

১।
২।

নীচের বাক্যগুলির মধ্যে কোন্‌টি মূল্যবোধ, কোন্‌টি আগ্রহ, কোন্‌টি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও কোন্‌টি দক্ষতা তা নির্দিষ্ট ঘরে (✓) চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করো। এগুলির মধ্যে কোন্‌টি তোমার আছে তা 'হ্যাঁ' বা 'না'-এর ঘরে (✓) চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

বিবৃতি	মূল্যবোধ	আগ্রহ	বৈশিষ্ট্য	দক্ষতা	হ্যাঁ	না
১) আমি শিশুদের সঙ্গে সময় কাটাতে ভালোবাসি।						
২) আমি নিজের সৃজনশীলতাকে কাজে লাগাতে চাই।						
৩) আমার কাজে উৎসাহ ও উদ্দীপনা আছে।						
৪) আমি অঙ্ক করতে ভালোবাসি।						
৫) আমি কোনো কাজ দ্রুত শেষ করতে পারি।						
৬) আমি হিসাব ভালো করতে পারি।						
৭) আমার নেতৃত্বদানের ক্ষমতা আছে।						
৮) আমার কাজের প্রতি নিষ্ঠা আছে।						
৯) আমি চট করে সিদ্ধান্ত নিতে পারি।						
১০) আমি কম্পিউটারে কাজ করতে ভালোবাসি।						
১১) আমি খেলাধুলা ভালোবাসি।						
১২) নিজের বক্তব্যকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারি।						

বিবৃতি	মূল্যবোধ	আগ্রহ	বৈশিষ্ট্য	দক্ষতা	হ্যাঁ	না
১৩) আমি অন্যের সেবা করতে ভালোবাসি।						
১৪) আমার খুব ধৈর্য আছে।						
১৫) আমি গান শুনতে ভালোবাসি।						
১৬) আমি খুব সাহসী।						
১৭) আমার কল্পনাশক্তি খুব প্রবল।						
১৮) আমি সকলের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে পারি।						
১৯) আমি চাপের মধ্যেও মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করতে পারি।						
২০) যে-কোনো বিষয় সম্পর্কে গভীরভাবে জানতে আমার ভালো লাগে।						
২১) আমার ভ্রমণ করতে ভালো লাগে।						
২২) বিজ্ঞানের বিষয়গুলি আমার ভালো লাগে।						
২৩) আমি ভালো গান করি।						
২৪) তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত বিষয়ে আমার আগ্রহ আছে।						
২৫) লেখার মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করতে আমার ভালো লাগে।						
২৬) আমি অন্যের দুঃখে সমব্যথী হই।						
২৭) আমি রান্নাবান্না নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে ভালোবাসি।						
২৮) পরীক্ষায় ভালো ফল করা আমার কাছে খুব মূল্যবান।						
২৯) আমি সর্বদা সৎ থাকার চেষ্টা করি।						
৩০) আমি বন্ধুদের কাজে সাহায্য করি।						

কার্যকলাপ ২ : কিছু বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনকাহিনি

কিছু বিখ্যাত ব্যক্তির জীবনকাহিনি পড়ি। তাঁরা জীবনে এবং বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে সফল হতে পরিশ্রম, অদম্য সাহস, উৎসাহ ও মানসিক দৃঢ়তা দেখিয়েছেন।

মওলানা আবুল কালাম আজাদ ছিলেন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী। তিনি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করেন এবং মহাত্মা গান্ধির ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। স্বাধীনতার পর তিনি শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। তাঁর প্রচেষ্টায় ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকীকরণ হয় এবং 'আই আই টি', 'ইউ জি সি'-র মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। আজাদ বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষাই সমাজ পরিবর্তনের মূল চাবিকাঠি। তিনি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পক্ষে ছিলেন এবং সারাজীবন ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের জন্য কাজ করেছেন।

কল্পনা চাওলা ছিলেন প্রথম ভারতীয় নারী, যিনি মহাকাশে গিয়েছিলেন। তিনি ছোটোবেলা থেকেই মহাকাশ নিয়ে স্বপ্ন দেখতেন এবং স্নাতক শেষ করার পর আমেরিকায় পাড়ি দেন। নাসাতে কাজ শুরু করে ১৯৯৭ সালে প্রথম মহাকাশ ভ্রমণ করেন কল্পনা। ২০০৩ সালে দ্বিতীয়বার স্পেস শাটল কলম্বিয়ায় মহাকাশে যান, কিন্তু ফেরার সময় দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। তাঁর অধ্যবসায় ও সাফল্য বিশ্বজুড়ে মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে।

হাজি মোহাম্মদ মহসিন ছিলেন একজন মহান দানবীর, যিনি তাঁর সম্পত্তি দান করে সমাজসেবার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি শিক্ষার প্রসার ও দুঃস্থদের কল্যাণে অকাতরে দান করতেন। তাঁর দান করা অর্থ থেকে আজও বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সমাজকল্যাণমূলক কাজ পরিচালিত হয়। তিনি ব্যক্তিগতভাবে খুব সাধারণ জীবনযাপন করতেন, কিন্তু দানের ক্ষেত্রে ছিলেন অকৃপণ। বাংলার ইতিহাসে তিনি আজও উদারতার প্রতীক হয়ে আছেন।

আজিম প্রেমজি ভারতের অন্যতম সফল উদ্যোক্তা ও সমাজসেবক। তিনি 'উইপ্রো কোম্পানি'র মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তিতে বিপ্লব ঘটান। তাঁর নেতৃত্বে উইপ্রো একটি ছোটো সংস্থা থেকে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ 'আই টি' কোম্পানিতে পরিণত হয়। ব্যাবসার পাশাপাশি তিনি সামাজিক উন্নয়নে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। তাঁর 'আজিম প্রেমজি ফাউন্ডেশন' ভারতের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। তিনি বিশ্বাস করেন, সম্পদ শুধু নিজের জন্য নয়, বরং বৃহত্তর সমাজের কল্যাণে ব্যবহার করা উচিত।

বেগম রোকেয়া ছিলেন নারী শিক্ষার অগ্রদূত ও সমাজ সংস্কারক। তিনি ব্রিটিশ ভারতের মুসলিম নারীদের শিক্ষার জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন। পুরুষশাসিত সমাজে তিনি নারীদের শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করেন এবং ১৯১১ সালে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি 'সুলতানার স্বপ্ন' নামে একটি বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি লেখেন, যেখানে নারীরা পুরুষদের তুলনায় এগিয়ে থাকে। তাঁর প্রচেষ্টা নারীদের শিক্ষা ও স্বাধীনতার পথ সুগম করেছে।

বিল গেটস মাইক্রোসফটের সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং বিশ্বের অন্যতম ধনী ব্যক্তি। তিনি প্রযুক্তির প্রসারে বিপ্লব ঘটান এবং কম্পিউটারকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেন। তাঁর এই উদ্যোগ বিশ্বজুড়ে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের ধারা বদলে দেয়। তিনি নানান ধরণের সমাজসেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কাজ করছে। তিনি প্রমাণ করেছেন যে প্রযুক্তি শুধু ব্যাবসার জন্য নয়, মানবকল্যাণেও ব্যবহৃত হওয়া জরুরি।

রতন টাটা ভারতের একজন অন্যতম সফল শিল্পপতি ও সমাজসেবক। তিনি টাটা গ্রুপের চেয়ারম্যান হিসেবে কোম্পানিকে বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলেন। তাঁর সময়ে টাটা মোটরস, টাটা স্টিল, টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিতি লাভ করে। তিনি ব্যাবসার পাশাপাশি সমাজসেবামূলক কাজেও যুক্ত ছিলেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও দারিদ্র্য বিমোচনে তাঁর দান অনন্য।

শকুন্তলা দেবী গণিতের বিস্ময় নারী, যিনি 'মানব কম্পিউটার' নামে পরিচিত। ছোটোবেলা থেকেই তিনি জটিল গণিতের সমাধান আশ্চর্যজনক গতিতে করতে পারতেন। তাঁর দ্রুত গণনা করার দক্ষতা গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে স্বীকৃতি পায়। তিনি গণিতকে সহজভাবে বোঝানোর জন্য অনেক বই লেখেন। তাঁর প্রতিভা ও অবদান গণিতের প্রতি ভীতি দূর করতে সাহায্য করেছে।

শ্রীনিবাস রামানুজান ছিলেন এক বিস্ময়কর গণিতবিদ, যিনি জটিল গাণিতিক তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। দরিদ্র পরিবারে জন্ম হলেও গণিতের প্রতি তাঁর অসীম আগ্রহ ছিল। তিনি ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জি.এইচ. হার্ডির সাথে কাজ করেন এবং বহু গুরুত্বপূর্ণ গাণিতিক সূত্র উদ্ভাবন করেন। তাঁর আবিষ্কার আজও গণিতের গবেষণায় ব্যবহৃত হচ্ছে।

নিম্নলিখিত কাজটি করি :

১. কমপক্ষে ৩জন ব্যক্তির নাম লেখো, যাঁরা তোমাকে অনুপ্রাণিত করেন।

.....

২. তাঁরা কোন্ কোন্ বিষয়ে তোমাকে অনুপ্রাণিত করেন?

.....

অধ্যায় ৪

সাইকোমেট্রিক টেস্ট

সাইকোমেট্রিক টেস্ট

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে শিক্ষা বিষয়ক মনস্তত্ত্বে ব্যবহারের জন্য সাইকোমেট্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদ্ভব হয়। বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্র ছাড়া নিয়োগ কর্তারাও কর্মচারী নিয়োগের জন্য এর ব্যবহার শুরু করেছেন। 'সাইকোমেট্রিক' কথাটি এসেছে গ্রিক শব্দ 'সাইকো' এবং 'মেট্রিক' থেকে, যার অর্থ 'মন' এবং 'মাপ'। এই পরীক্ষা দ্বারা মানসিক সক্ষমতা বা ব্যক্তিত্ব মাপার চেষ্টা করা হয়। এই বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতির দ্বারা একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব, আগ্রহ, দক্ষতা ও প্রবণতা মাপা হয়। এতে জীবিকা নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুবিধা পাওয়া যায়, বোঝা যায় কী ধরনের জীবিকা কোন্ মানুষের ক্ষেত্রে সুযোগ্য হবে।

ব্রিটিশ মনোবিদদের মতে মানুষের চিন্তা-ভাবনা, অনুভূতি এবং ব্যবহার পরিমাপ করা সম্ভব এবং সাইকোমেট্রিক পরীক্ষা মানুষের মন এবং মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করার একটি যন্ত্র। এর দ্বারা 'একজন ব্যক্তিত্ব'কে সঠিক জীবিকা বা কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত করানো যায়।

সাইকোমেট্রিক পরীক্ষার উদ্দেশ্য :

- নিজের দক্ষতার একটা নিরপেক্ষ এবং ন্যায্য মূল্যায়ন
- নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে আরও ভালো করে বোঝা
- ছাত্রছাত্রীদের ক্যারিয়ারের পথ দেখানোর জন্য পরামর্শ প্রদান
- একজন ব্যক্তিকে সঠিক কাজের সন্ধান দেওয়া

সাইকোমেট্রিক পরীক্ষা কাগজে কলমে বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে (অনলাইন) হতে পারে। পরীক্ষাটি হতে পারে মানুষের সক্ষমতা বা প্রবণতার ওপর অথবা ব্যক্তিত্বের ওপর। আবার সবগুলি মিলিয়েও হতে পারে।

প্রবণতা ও সক্ষমতা পরীক্ষা (এ্যাপটিচুড এবিলিটি টেস্ট) :

একজন মানুষের যুক্তি প্রয়োগ করবার ক্ষমতা এবং জ্ঞান-বুদ্ধি পরিমাপ করবার জন্য এই পরীক্ষা করা হয়েছে। এতে সাধারণত একটি প্রশ্ন বা বাক্যের জন্য অনেকগুলি উত্তর দেওয়া থাকে, যার মধ্যে থেকে ছাত্রছাত্রীদের ঠিক উত্তরটি বেছে নিতে হয়। এই পরীক্ষা শুরু করার আগে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে দেওয়া হয় এবং কিছু প্রশ্ন উদাহরণস্বরূপ দিয়ে দেওয়া হয়। এতে সময়ের কোনো সীমা দেওয়া থাকে না।

এই ধরনের অভীক্ষায় ব্যক্তিত্বের ওপর কিছু প্রশ্ন বা বাক্য দেওয়া থাকে যার উত্তর দিতে বা বাছতে হয়। এতে সময়ের কোনো নির্দেশ থাকতেও পারে। এর উত্তর ঠিক বা ভুল হয় না। একই ধরনের প্রশ্ন বারবার বা একই প্রশ্ন বিভিন্নভাবে দেওয়া থাকতে পারে। উত্তরদাতার ভাবনা-চিন্তার স্থিরতা যাচাই করার জন্য এবং তার পছন্দ আরও সঠিকভাবে বোঝার জন্যই এই কৌশল অবলম্বন করা হয়।

এগুলি পরীক্ষা নয়, মানুষের ব্যক্তিত্ব নির্ধারণের মূল্যায়ন পদ্ধতি। আগ্রহ, প্রবণতা এবং কাজের ধরন জানাই এর উদ্দেশ্য।

কার্যক্রম ১ : RIASEC টেস্ট

আগ্রহভিত্তিক ক্যারিয়ার নির্বাচনের জন্য ছাত্রছাত্রীদের RIASEC টেস্ট করা হবে। RIASEC টেস্ট কী?

RIASEC (Holland Code) : এই টেস্ট একটি আগ্রহভিত্তিক মূল্যায়ন, যা ছয়টি ভিন্ন ধরনের আগ্রহ বা বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও পেশাগত আগ্রহ বুঝতে সাহায্য করে। ছয়টি ক্যাটেগরি হল :

প্রক্রিয়া :

- নির্ধারিত প্রশ্নপত্র বা অনলাইন ফর্মে টেস্ট সম্পন্ন করা হবে।
- নিজের পছন্দ/অপছন্দ অনুযায়ী প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।
- টেস্টের মাধ্যমে প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর শীর্ষ ২ বা ৩টি ক্যাটেগরি চিহ্নিত হবে (যেমন : I, A, S)
- শিক্ষক এই টেস্টের রেজাল্ট অনুযায়ী সম্ভাব্য জীবিকাগুলির তালিকা দেখাবেন এবং ব্যাখ্যা করবেন।
- RIASEC ফলাফল ও সংশ্লিষ্ট ক্যারিয়ারগুলোর নাম নিজের ডায়েরিতে লিখে রাখতে হবে।
- আমার যদি মনে হয় টেস্টের ফলাফল আমার স্বপ্নের ক্যারিয়ারের সঙ্গে মিলছে না, তাহলে ২-৩ মাস পরে আবার টেস্ট করা যেতে পারে।
- শিক্ষক-শিক্ষিকারা সময়-সময় ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহের পরিবর্তন অনুযায়ী টেস্ট পুনরায় করার সুযোগ দেবেন।

উদ্দেশ্য :

- আত্ম-অন্বেষণ ও আগ্রহ বোঝার সুযোগ দেওয়া
- ক্যারিয়ার নির্বাচনে বাস্তবভিত্তিক দিক্‌নির্দেশনা দেওয়া
- আগ্রহ ও দক্ষতার মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করা
- ভবিষ্যতের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণে সহায়তা করা

এই টেস্টটি আমাদের ভবিষ্যতের ক্যারিয়ার পরিকল্পনার একটি মজবুত ভিত্তি তৈরি করবে।

বিষয়	পছন্দে √ দিই	কোড
১। আমি নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পছন্দ করি		S
২। আমি প্রশিক্ষণ দিতে বা পড়াতে ভালোবাসি		S
৩। আমি কোনো কিছু বিক্রি করতে ভালোবাসি		E
৪। আমি আঁকতে ভালোবাসি		A
৫। আমি নানা যন্ত্রপাতি সারাই করতে পছন্দ করি		R
৬। আমি বক্তৃতা দিতে ভালোবাসি		E
৭। আমি একজন সৃজনশীল ব্যক্তি		A
৮। আমি শিল্প ও সঙ্গীত নিয়ে পড়াশোনা করতে ভালোবাসি		A
৯। আমি নানা ধরনের ফর্ম ফিল-আপ করতে ভালো পারি		C
১০। আমি পদার্থবিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি কোর্স করতে চাই		I
১১। আমি পশুপাখির যত্ন নিতে ভালোবাসি		R
১২। আমি আসবাবপত্র, জামাকাপড় বা পোস্টার ডিজাইন করতে পছন্দ করি		A
১৩। আমি মানুষকে সাহায্য করতে ভালোবাসি		S
১৪। আমি ফাইল এবং নথিপত্র নিয়ম মেনে গুছিয়ে রাখতে পছন্দ করি		C
১৫। আমি চট করে নতুন দায়িত্ব নিয়ে নিতে পারি		E
১৬। আমি যে-কোনো বিষয়ের খুঁটিনাটি মনোযোগ দিয়ে দেখি		C
১৭। আমি যে-কোনো পরিস্থিতি বা সমস্যাকে বিশ্লেষণ করতে পছন্দ করি		I
১৮। আমি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে রেডিওতে ঘোষণা করতে পারব		E
১৯। আমি খেলাধুলোয় ভালো		R

বিষয়	পছন্দে √ দিই	কোড
২০। আমি বাগান পরিচর্যা করতে পছন্দ করি।		R
২১। আমি বাদ্যযন্ত্র বাজাতে বা গান গাইতে ভালোবাসি		A
২২। আমি চেষ্টা করে মানুষকে বোঝাতে বা রাজি করাতে ভালোবাসি		E
২৩। আমি একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায় কাজ করতে চাই		S
২৪। আমি ফাইন আর্টস নিয়ে একটি কোর্স করতে চাই		A
২৫। আমি অনুসন্ধান করতে ভালোবাসি		I
২৬। আমি ধাঁধা বা পাজল সমাধান করতে ভালোবাসি		I
২৭। আমি বাইরে কাজ করতে যেতে ভালোবাসি		R
২৮। আমি কম্পিউটার ব্যবহার করে বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধানে করতে পারি		I
২৯। আমি জিনিস তৈরি করতে ভালোবাসি		R
৩০। আমি গাড়ি নিয়ে কাজ করতে ভালোবাসি		R
৩১। আমি একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ, আমি নিজের জন্য লক্ষ্য স্থির করে থাকি		E
৩২। আমি স্পষ্ট নির্দেশ মেনে কাজ করতে পছন্দ করি		C
৩৩। আমি সৃজনশীল লেখা পছন্দ করি		A
৩৪। আমি আমার কাজের প্রক্রিয়া নিজে নির্ধারণ করতে পারি		A
৩৫। আমি মানুষের আচার-আচরণ সম্পর্কে পড়াশোনা করতে পছন্দ করি		S
৩৬। আমি বিজ্ঞান বিষয়টি উপভোগ করি		I
৩৭। আমি ফাইলিং বা টাইপিং করতে পছন্দ করি		C
৩৮। আমি বাস্তব চিন্তাসম্পন্ন একজন মানুষ		R
৩৯। আমি নাটকে অভিনয় করতে পছন্দ করি		A
৪০। আমি মানুষকে কঠিন পরিস্থিতির সময় সমস্যা সমাধানে সাহায্য করতে ভালোবাসি		S
৪১। আমি নেতৃত্ব দিতে পছন্দ করি		E
৪২। আমি ভবিষ্যতে কোনো রাজনৈতিক প্রচারে অংশ নিতে আগ্রহী		E
৪৩। যা কিছু ঘটছে তার কার্য-কারণ সম্বন্ধ বিশ্লেষণ করতে পছন্দ করি		I
৪৪। আমি সব ধরনের মানুষের সঙ্গে কথা বলা পছন্দ করি		S
৪৫। আমি দলে কাজ করতে পছন্দ করি		S
৪৬। আমি একজন সুসংগঠিত ও সাবধানী মানুষ		C
৪৭। আমি মানুষকে সারিয়ে তোলার বিষয়ে আগ্রহী		S
৪৮। আমি গণিতে ভালো		I
৪৯। আমি স্বাধীনভাবে ভালো কাজ করি		A
৫০। আমি রান্না করতে ভালোবাসি		R
৫১। আমি ব্যয় এবং আয়ের সঠিক হিসেব রাখতে পারি		C
৫২। আমি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি বুঝতে পারি		I
৫৩। অফিসে দিনে ৮ ঘণ্টা কাজ করতে আমার কোনও সমস্যা হবে না		C
৫৪। একটি কোম্পানির ম্যানেজার হিসেবে কাজ করতে চাই		E

বিষয়	পছন্দে √ দিই	কোড
৫৫। আমি আমার নির্দেশ অনুসারে অন্যকে কাজ করাতে পারি		E
৫৬। আমি শিল্প সংস্কৃতি সম্পর্কে পড়াশোনা করতে উপভোগ করি		A
৫৭। আমি একটি অফিসে কাজ করতে চাই		C
৫৮। আমি আমার নিজের ব্যাবসা শুরু করতে চাই		E
৫৯। আমি আমার কাজের রেকর্ড ভালোভাবে রাখতে পারি		C
৬০। আমি যন্ত্রপাতি একত্রিত করে কিছু বানাতে পছন্দ করি		R

মোট √ চিহ্ন যোগ করে নীচের ঘরে লিখি

		মোট
R	Realistic (বাস্তববাদী)	
I	Investigative (গবেষণামূলক)	
A	Artistic (সৃজনশীল)	
S	Social (সামাজিক)	
E	Enterprising (উদ্যোগী)	
C	Conventional (প্রথাগত/গঠনমূলক)	

যে তিনটি লেটার বেশি এসেছে সেগুলি লিখি —

.....

.....

আমার আগ্রহের কোড :.....

কার্যক্রম ২: RIASEC টেস্ট বিশ্লেষণ

RIASEC মডেল অনুযায়ী ক্যারিয়ারগুলির শ্রেণিবিভাগ ও ব্যাখ্যা

১. বাস্তববাদী (Realistic—R)

মূল্যবোধ (Values)	চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য (Traits)	দক্ষতা (Skills)
সততা, (honesty), বাস্তব কৃতিত্বের জন্য উপাদানমূলক পুরস্কার (material rewards for tangible accomplishment)	সাধারণ জ্ঞান (Common sense), বাস্তবমুখী (Practical), সৎ (Honest), প্রথাগত (Traditional), অধ্যবসায়ী (Persistent)	হাতেকলমে কাজ ও যান্ত্রিক দক্ষতা (Manual and mechanical skills)

এই ধরনের ব্যক্তিরা সাধারণত ব্যাবহারিক, বাস্তবভিত্তিক কাজ পছন্দ করেন। তাঁরা সাধারণত হাতেকলমে কাজ করতে আগ্রহী হন।

- **পাইলট (Pilot) :** একজন পাইলট বিমান চালানোর জন্য প্রশিক্ষিত হন এবং যাত্রী ও পণ্য পরিবহন করেন।
- **সিভিল ইঞ্জিনিয়ার (Civil Engineer) :** সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিকল্পনার দায়িত্ব নেন।
- **বিমান ও মহাকাশ প্রকৌশলী (Aerospace Engineer) :** এই প্রকৌশলীরা মহাকাশযান, বিমান এবং অন্যান্য সম্পর্কিত প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করেন।
- **অ্যাথলিট/ক্রীড়াবিদ (Athlete/Sportsperson) :** পেশাদার ক্রীড়াবিদরা জেলা, দেশ, ক্লাব বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন।

২. গবেষণামূলক (Investigative — I)

মূল্যবোধ (Values)	চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য (Traits)	দক্ষতা (Skills)
স্বাধীন মনোভাব (Independence), কৌতূহল (Curiosity), জ্ঞান অর্জন বা বিকাশ, (Development or acquisition of knowledge), শেখার মনোভাব (Learning), সাফল্য (Achievement)	বিশ্লেষণধর্মী (Analytical), বুদ্ধিমান (Intelligent), অন্তর্মুখী (Introverted), সবকিছু যাচাই করে গ্রহণ করে (Sceptical), উচ্চশিক্ষার প্রবণতা (Academic bent of mind)	বৈজ্ঞানিক দক্ষতা (Scientific skills), উন্নত শিক্ষাগত দক্ষতা (Better academic skills)

এই ধরনের ব্যক্তিরা সাধারণত বিশ্লেষণধর্মী চিন্তাভাবনা (Critical thinking) করেন এবং গবেষণামূলক কাজে আগ্রহী হন।

- **পুরাতত্ত্ববিদ (Archaeologist) :** অতীতের সভ্যতার নিদর্শন খুঁজে বের করা ও তাদের সংরক্ষণ করা পুরাতত্ত্ববিদদের কাজ।
- **জ্যোতির্বিজ্ঞানী (Astronomer) :** মহাকাশ এবং বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের গঠন ও গতিবিধি নিয়ে গবেষণা করেন।
- **ডায়েটিশিয়ান (Dietician) :** ব্যক্তি বিশেষের স্বাস্থ্য ও খাদ্যাভ্যাস অনুযায়ী পুষ্টিকর খাদ্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন।
- **সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার (Software Engineer) :** কম্পিউটার সফটওয়্যার ও অ্যাপ্লিকেশন তৈরির জন্য দক্ষ ও একজন পেশাদার।

৩. শৈল্পিক (Artistic — A)

মূল্যবোধ (Values)	চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য (Traits)	দক্ষতা (Skills)
মৌলিকতা (Originality), স্বাধীন মনোভাব সম্পন্ন (Independence), সৃজনশীল ভাবনার প্রকাশ, (Expression of creative ideas), কল্পনা (Emotion– imagination), আত্মপ্রকাশ (Self-expression)	নতুন অভিজ্ঞতার প্রতি উদার (Open to experience), উদ্ভাবনী চিন্তাধারার (Innovative, intellectual), মেধাবী, অগোছালো (Disorderly), প্রচলিত ধারার বাইরে (Unconventional)	সৃজনশীল দক্ষতা (Creative skills)

এই ধরনের ব্যক্তিরা সৃজনশীল, কল্পনাশক্তিসম্পন্ন এবং নান্দনিক বিষয়ে আগ্রহী হন।

- **স্থপতি (Architect) :** বিভিন্ন ধরনের স্থাপত্য ডিজাইন ও পরিকল্পনার কাজ করেন।
- **ফ্যাশন ডিজাইনার (Fashion Designer) :** পোশাক এবং আনুষঙ্গিক সামগ্রীর নকশা তৈরি করেন।
- **নৃত্য পরিচালক (Choreographer) :** নৃত্য পরিবেশন এবং নৃত্য শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন।
- **গ্রাফিক ডিজাইনার (Graphic Designer) :** বিজ্ঞাপন, মিডিয়া এবং অন্যান্য গ্রাফিক ডিজাইনের কাজ করেন।

৪. সামাজিক (Social — S)

মূল্যবোধ (Values)	চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য (Traits)	দক্ষতা (Skills)
সহযোগিতা (Cooperation), উদারতা (Generosity) অন্যের সেবা বা কল্যাণ (service to or welfare of others), সমানুভূতি (Understanding), সমাজসেবা (social service)	সমানুভূতিশীল (Empathetic), ধৈর্যশীল (Patient), সহায়ক (Helpful)	সামাজিক দক্ষতা, (Social skills), আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা (Interpersonal skills)

এই ধরনের ব্যক্তিরা সাধারণত মানবসেবা এবং জনকল্যাণমূলক কাজে আগ্রহী হন।

- **নার্সিং (Nursing) :** রোগীদের সেবা ও স্বাস্থ্য পরিচর্যার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি।
- **শিক্ষক-শিক্ষিকা (Teacher) :** ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।
- **ফিটনেস প্রশিক্ষক-শিক্ষিকা (Fitness Trainer) :** স্বাস্থ্য ও শরীরচর্চার প্রশিক্ষণ দেন।
- **মনোবিদ (Counsellor) :** মানসিক স্বাস্থ্য ও জীবনসংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করেন।

৫. উদ্যোগী (Enterprising — E)

মূল্যবোধ (Values)	চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য (Traits)	দক্ষতা (Skills)
ঝুঁকি নেওয়ার মানসিকতা (Risk-taking), মর্যাদাকেন্দ্রিকতা (Status oriented), আর্থিক ও সামাজিক সফলতা (Financial and social success), দায়িত্ববোধ (Responsibility), উপাদানগত কৃতিত্ব (Material accomplishment)	আত্মবিশ্বাসী (Confident), মিশুক (Sociable), উদ্যমী (Energetic), বহির্মুখী (Extroverted), নেতৃত্বগুণসম্পন্ন (Leadership qualities), প্রভাবিত করতে সক্ষম (Persuasive)	বিক্রয় ও প্রভাবিত করার দক্ষতা (Skills in sales and persuasion)

এই ধরনের ব্যক্তিরা সাধারণত নেতৃত্বগুণ সম্পন্ন, ব্যাবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন এবং পরিচালন দক্ষতাসম্পন্ন হন।

- **আইনজীবী (Lawyer) :** আইনি পরামর্শ প্রদান ও মামলা পরিচালনার কাজ করেন।
- **বিক্রয় প্রতিনিধি (Sales Representative) :** পণ্য বা সেবার প্রচার ও বিক্রয়ের দায়িত্ব পালন করেন।
- **মানবসম্পদ ব্যবস্থাপক (Human Resource Manager) :** কর্মী পরিচালনা ও প্রতিষ্ঠান পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন।
- **ভ্রমণ আয়োজক (Travel Agent) :** পর্যটন সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেন।

৬. প্রচলিত (Conventional — C)

মূল্যবোধ (Values)	চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য (Traits)	দক্ষতা (Skills)
স্থিতিশীলতা (Stability), দক্ষতা (Efficiency), যথার্থতা (Accuracy), অর্থ উপার্জন (Making money), ব্যাবসা বা সামাজিক ক্ষেত্রে ক্ষমতা (Power in business or social affairs)	সংগঠিত (Organized), সতর্ক (Careful), নিয়ম মেনে চলার প্রবণতা (Rule-oriented)	দাপ্তরিক দক্ষতা (Clerical skills), ব্যাবসা বা পণ্যের কারিগরি দক্ষতা (Technical skills in business or product), লক্ষ্য পূরণের দক্ষতা (Skills in meeting targets)

এই ধরনের ব্যক্তিরা সংগঠিত, কাঠামোবদ্ধ ও বিশদ পরিকল্পনার কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন।

- **হিসাবরক্ষক (Accountant) :** আর্থিক হিসাব-নিকাশ সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ করেন।
- **অডিটর (Auditor) :** বিভিন্ন সংস্থার আর্থিক রেকর্ড পর্যালোচনা ও নিরীক্ষার কাজ করেন।
- **গ্রন্থাগারিক (Librarian) :** বই ও তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার কাজে নিযুক্ত থাকেন।
- **পরিসংখ্যানবিদ (Statistician) :** তথ্য বিশ্লেষণ ও গবেষণার কাজে দক্ষ পেশাদার।

এই RIASEC মডেল অনুযায়ী ব্যক্তির আগ্রহ ও দক্ষতার ভিত্তিতে সঠিক ক্যারিয়ার নির্বাচন করা সম্ভব।

বিভিন্ন ক্যারিয়ারের জন্য প্রয়োজনীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও দক্ষতা

বিভিন্নরকম ক্যারিয়ার এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও দক্ষতা নীচে দেওয়া হল। শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীদের বলবেন যে তোমার মধ্যে যেসব বৈশিষ্ট্যগুলি আছে সেগুলি এখানে খুঁজে বার করো এবং সেইমতো ক্যারিয়ার নির্বাচন করো।

জীবিকা	চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য	দক্ষতা
শিক্ষকতা/ অধ্যাপনা	ধৈর্য, সহানুভূতিশীলতা, নিজেকে এবং অন্যকে বুঝতে পারা, গোছালো স্বভাব, নিষ্ঠা, সৃজনশীলতা, বিষয়জ্ঞানসম্পন্ন বা পাণ্ডিত্য, উৎসাহ	• ভাষা ও ভাব প্রকাশের দক্ষতা
চিকিৎসক	মানবিকতা, সহমর্মিতা, অনুসন্ধান-প্রবণ যুক্তিনির্ভর হয়ে চলা, বাস্তব নির্ভর হয়ে চলা, প্রখর স্মৃতিশক্তি, চাপের মোকাবিলা করার ক্ষমতা, ধৈর্য	• মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের দক্ষতা • চটপট সিদ্ধান্ত নেওয়ার দক্ষতা • চিকিৎসা বিজ্ঞানে দক্ষতা

জীবিকা	চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য	দক্ষতা
ব্যাংক অফিসার	উদ্যম, উৎসাহ	• কম্পিউটার জানা • বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা • ব্যাংক সম্বন্ধীয় হিসাব রাখার দক্ষতা • যোগাযোগ দক্ষতা
সাংবাদিক	কৌতূহলী, উদ্যোগ ও উদ্যম, বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা, ঝুঁকি নেওয়া	• গল্প রচনার দক্ষতা • ভালো লেখার ক্ষমতা • ভালো প্রতিবেদন তৈরির ক্ষমতা
পাইলট	দলে কাজ করতে পারা, গভীর মনোযোগ, অনুশাসন, আবেগের ওপর নিয়ন্ত্রণ, সাহসিকতা, বেড়াতে ভালোবাসা, ভালো স্মৃতিশক্তি, ভালো দৃষ্টিশক্তি	• গণিতে পারদর্শী
খেলোয়াড়	সততা, শৃঙ্খলাবোধ, দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা, ধারাবাহিকতা, গভীর আগ্রহ, উদ্যম, অধ্যবসায়, নেতৃত্ব দেওয়ার দক্ষতা, লোকজনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের ক্ষমতা, গণিতে পারদর্শিতা, ভালো খেলতে পারা, ঝুঁকি নেওয়া, বিশ্বস্ততা, গায়ক, নিবেদিত প্রাণ, নির্ভরযোগ্যতা, দলে কাজ করার ক্ষমতাসম্পন্ন	• ভালো খেলতে পারা
গায়ক	গান করতে ভালোবাসা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, নতুন চিন্তাভাবনা করতে পারা, নতুন কিছু শেখার জন্য ব্যগ্রতা, সঙ্গীত বা ছন্দের বোধ থাকা	• ভালো গান গাইতে পারা
বিজ্ঞাপন কর্মী	দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, অন্যের বিশ্বাস অর্জন, আত্মবিশ্বাসী, লক্ষ্যের প্রতি দায়বদ্ধ	• লোকজনের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারা
ম্যানেজমেন্ট ডিজাইনার	চাপের মধ্যে কাজ করার জন্য প্রস্তুত থাকা, সৃজনশীলতা, নিজের প্রচেষ্টা ও শক্তির দ্বারা পরিচালিত হওয়ার ক্ষমতা, গোছানো স্বভাব, অন্যদের প্রেরণা দেওয়া, প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা ও উত্তরণের ক্ষমতা, উপস্থাপনার দক্ষতা	• পরিকল্পনা করার ক্ষমতা • মানুষের সাথে সুসম্পর্ক • স্থাপনের ক্ষমতা • বক্তব্য রাখার ক্ষমতা
তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী	যে-কোনো সমস্যা সমাধান করতে পারার ক্ষমতা, প্রবল অধ্যবসায়, গভীর মনোযোগ, নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির	• কম্পিউটার চালানোর ক্ষমতা • গণিতে পারদর্শিতা
চিত্র বা থিয়েটার অভিনয়	নিষ্ঠা, অভিনয়ের প্রতি ভালোবাসা, প্রেম, প্রচণ্ড অধ্যবসায়, ধৈর্য, ব্যক্তিত্ব ও মঞ্চে উপস্থাপনার ক্ষমতা, চাপের মধ্যে কাজ করতে পারার ক্ষমতা	• অভিনয় প্রতিভা ও নাট্যজ্ঞান • প্রবল মুক্তচিন্তা • সঠিক উচ্চারিত ভাষার দক্ষতা • স্বতন্ত্রতা
নার্স বা সেবিকা	সেবা যত্ন করার মানসিকতা, সহমর্মিতামূলক মনোভাব, সহনশীলতা, শৃঙ্খলাবদ্ধ দৃষ্টিকোণ, আত্মকেন্দ্রিক না হওয়া, পরিবর্তিত অবস্থায় নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা, নির্ভীকতা, আত্মবিশ্বাস, ধৈর্য, আলাপী	• লোকজনের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষমতা
পুলিশ / মিলিটারি / বিমানবাহিনী	বিশ্বাস, সততা, নিষ্ঠা, কর্তব্যবোধ, বুদ্ধি, দৃঢ়তা, সহ্যশক্তি, শৃঙ্খলাবোধ, সাহস	• শারীরিক সক্ষমতা • সামরিক সমস্যাগুলি বুঝতে পারার ক্ষমতা
সমাজকর্মী	সংবেদনশীলতা, বিচক্ষণতা, সহমর্মিতা, দলগত কাজ করার ক্ষমতা, উৎসাহ, আন্তরিক সম্পর্ক, সহনশীলতা, নিরপেক্ষতা ও অন্যদের যে-কোনো পরিস্থিতিতে বুঝতে পারা	• কথোপকথন ও মৌখিক যোগাযোগ দক্ষতা • দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা • কথা বলা ও শোনার দক্ষতা

জীবিকা	চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য	দক্ষতা
সংগঠক	কৌতূহল, লক্ষ্য অর্জনের অধিকারী, সংগঠনশীলতা, ব্যায়াম ও মস্তিষ্কের প্রখরতা	• ভাষা ও কথা বলার দক্ষতা • উপস্থাপনের দক্ষতা • পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার দক্ষতা
লেখক/কবি	সৃজনশীলতা, কল্পনাসমৃদ্ধতা, নিজস্বভাবে কাজ করার ক্ষমতা	• নিজের ভাবনা প্রকাশ করার দক্ষতা • ভাষার দক্ষতা • গল্প বা কবিতা রচনার ক্ষমতা
সরকারি চাকরিজীবী	নিয়মানুবর্তিতা, স্থির সিদ্ধান্ত নেওয়া, শান্ত, স্থির ও অবিচল থাকা, সততা, বিশ্বস্ততা, যোগাযোগ দক্ষতা	• প্রশাসনিক দক্ষতা • পরিকল্পনা ও বিশ্লেষণী দক্ষতা • নিজের ভাবনা প্রকাশ করার দক্ষতা
শেফ	ভোজন রসিকতা, সৃজনশীলতা, আকর্ষণীয় কাজ করার ক্ষমতা, চ্যালেঞ্জ গ্রহণের মানসিকতা, সমালোচনা গ্রহণের ক্ষমতা, সময়ানুবর্তিতা, বহুমুখী কর্মক্ষমতা, নিজস্বভাবে কাজ করার ক্ষমতা	• রন্ধনে পারদর্শিতা • রন্ধনের সরঞ্জাম ব্যবহারের দক্ষতা • বিভিন্ন স্বাদ বুঝতে পারার ক্ষমতা • রন্ধন বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার দক্ষতা
ব্যবসায়ী	ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা, অন্যকে প্রভাবিত করতে পারার ক্ষমতা, উদ্যম, বিচক্ষণতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, দায়িত্ববোধ, যোগাযোগ দক্ষতা, অন্যকে উৎসাহিত করা, মনোবলের প্রয়োজন	• কথা বলার ক্ষমতা • ব্যাবসায়িক স্মৃতি কাজে লাগিয়ে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করার দক্ষতা • নিজের পণ্য বা ধারণার ক্ষেত্রে অন্যকে বিশ্বাস করাতে পারার ক্ষমতা
ফটোগ্রাফার	ফটোগ্রাফির প্রতি তীব্র প্রেম, প্রচেষ্টা, ধৈর্য, কল্পনাশক্তি, দৃঢ়সংকল্প, সৃজনশীলতা, নিখুঁতভাবে কাজ সম্পূর্ণ সম্পন্ন করা	• ক্যামেরায় ছবি তুলতে পারার দক্ষতা • বিভিন্ন ধরনের ক্যামেরার ব্যবহার সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান
ইঞ্জিনিয়ার	সৃজনশীলতা, নিখুঁত চিন্তাভাবনা, দৃঢ় সংকল্পবদ্ধভাবে পরিচিত হওয়া, ধাপে ধাপে কাজ করার ক্ষমতা, যথার্থভাবে বিশ্লেষণ করার প্রবণতা	• সমস্যা সমাধান করার দক্ষতা • গণিত এবং বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞান
বৈজ্ঞানিক গবেষক	অনুসন্ধিৎসা, বিশ্লেষণী চিন্তাভাবনা, সমস্যা, সমাধান সক্ষমতা, উদ্ভাবন ক্ষমতা, নিরপেক্ষ চিন্তাভাবনা, যুক্তিবোধের মানসিকতা, বিচার বুদ্ধি সম্পর্কে মনোযোগ	• তথ্যগুলি বুঝতে পারা ও গবেষণা করার দক্ষতা

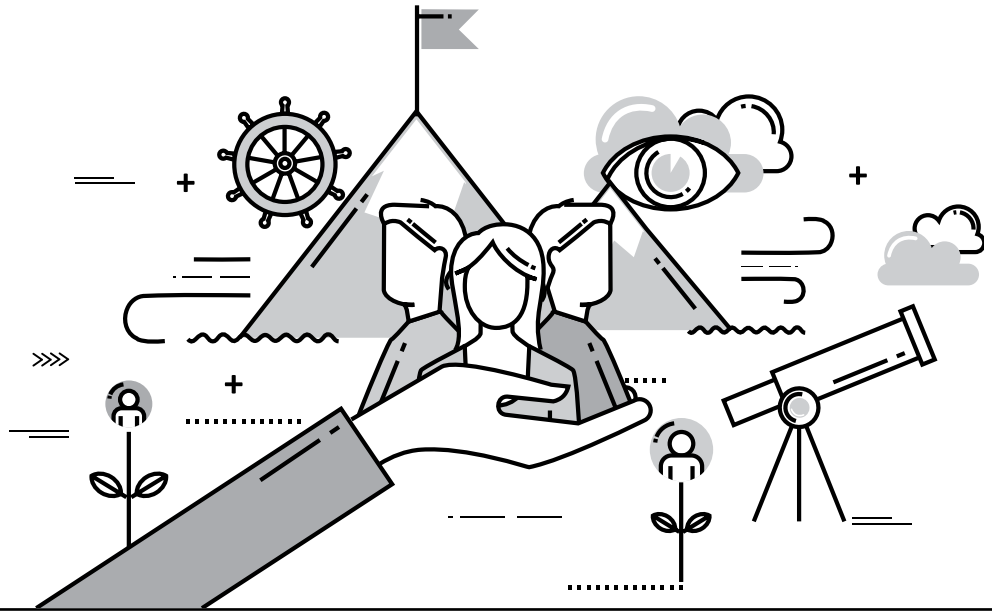

অধ্যায় ৫

সঠিক ক্যারিয়ার বেছে নেওয়া

সঠিক ক্যারিয়ার বেছে নেওয়া

এক-একটি পরিস্থিতি পড়ি এবং সেই সংক্রান্ত প্রশ্নগুলি আলোচনা করি।

কার্যক্রম ১ : বাস্তব জীবনের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা

প্রক্রিয়া

নিজের পছন্দের ক্যারিয়ার বেছে নেওয়ার জন্য শুধু ইচ্ছা নয়, সেই ক্যারিয়ার সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানারও প্রয়োজন। ভালো লাগা, দক্ষতা, পরিবার থেকে পাওয়া সহায়তা এবং নিজের মূল্যবোধ; এই সবকিছু মিলিয়েই সঠিক ক্যারিয়ার নির্বাচন করা যায়।

এই পরিস্থিতিগুলি পড়ি এবং ভেবে দেখি এক্ষেত্রে কোন্ কোন্ ক্যারিয়ার নির্বাচন করা ঠিক হবে :

পরিস্থিতি ১

অর্পিতা একটি সাধারণ পরিবারের মেয়ে। নবম শ্রেণিতে পড়ে এবং পড়াশোনায় অত্যন্ত মনোযোগী ও মেধাবী। সে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করে এবং প্রায় সবসময়ই জয়ী হয়। তার বক্তৃতা দেওয়ার দক্ষতা এমনই যে, মাদ্রাসার যে-কোনো অনুষ্ঠানের মঞ্চ উপস্থাপনার দায়িত্ব সাধারণত তাকেই দেওয়া হয়।

অর্পিতা সামাজিক নানা বিষয় নিয়ে ভাবতে ভালোবাসে। ইতিহাস তার প্রিয় বিষয়, পাশাপাশি ইংরেজি সাহিত্যেও তার গভীর আগ্রহ রয়েছে। তবে শিক্ষিকা হওয়া বা সরকারি চাকরি করার দিকেই বাবা-মায়ের আগ্রহ বেশি। তারা চান মেয়ে ভবিষ্যতে পরীক্ষায় সফল হয়ে স্থায়ী চাকরি করুক।

কিন্তু অর্পিতার নিজস্ব ঝোঁক অন্য জায়গায়; রাজনীতির প্রতি তার গভীর টান তৈরি হয়েছে। সে মনে করে, রাজনীতির মাধ্যমে সমাজে প্রকৃত পরিবর্তন আনা সম্ভব, আর সেই পরিবর্তনের অংশ হতে সে চায়।

এই স্বপ্ন পরিবারের অনেকের পছন্দ নয়। বাড়িতে আর্থিক সঙ্কটও রয়েছে, তাই পরিবারের চাপ; সে যেন দ্রুত কোনও কাজ খুঁজে বের করে সংসারে সাহায্য করে।

এই পরিস্থিতিতে, অর্পিতার এক কাকা, যিনি বিদেশে থাকেন, তাকে পরামর্শ দেন সোশাল অ্যানথ্রোপলজি নিয়ে পড়াশোনা ও গবেষণা করতে। তিনি স্কলারশিপের খোঁজও দিয়েছেন যাতে বিদেশে গিয়ে এই বিষয়ে উচ্চশিক্ষা নেওয়া সম্ভব হয়।

সব দিক মিলিয়ে, অর্পিতা এখন এক মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে রয়েছে। সে বুঝতে পারছে না কোন্ পথে এগোবে; নিজের স্বপ্নের পথে, নাকি পরিবারের প্রত্যাশা অনুযায়ী একটি নিরাপদ ক্যারিয়ারে। যদিও মনে-প্রাণে সে জানে, তার আসল ইচ্ছা; একদিন রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা এবং সমাজ পরিবর্তনের কাজ করা।

অর্পিতার কী করা উচিত?

- মাদ্রাসা/ইস্কুল/কলেজে পড়ানো
- ডাক্তারি
- রাজনীতি
- সাংবাদিকতা
- সামাজিক বিষয়ে গবেষণা
- ব্যাবসা

পরিস্থিতি ২

রূপম দশম শ্রেণির এক মনোযোগী ও মেধাবী ছাত্র। তার প্রিয় বিষয় হল বিজ্ঞান ও গণিত। এই দুই বিষয়ে তার গভীর আগ্রহ ও দক্ষতা রয়েছে।

রূপমের বাবা এক সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যান্ড-করা কৃতী ছাত্র ছিলেন এবং উচ্চপদে সরকারি চাকরিও করতেন। পরে সেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি নিজেই একটি প্রিন্টিং টেকনোলজিভিত্তিক ব্যাবসা শুরু করেন। তাঁর ইচ্ছা, রূপম ভবিষ্যতে বিদেশে গিয়ে প্রিন্টিং টেকনোলজির উপর উচ্চশিক্ষা নেবে এবং দেশে ফিরে এসে পারিবারিক ব্যাবসার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেবে।

রূপমেরও বিদেশে গিয়ে পড়াশোনা ও গবেষণার আগ্রহ আছে, তবে প্রিন্টিং টেকনোলজি বা ব্যাবসার প্রতি তার কোনও আকর্ষণ নেই। তার ভালো লাগে পড়াশোনার মধ্যে ডুবে থাকা, জ্ঞানচর্চা করা। সে ভবিষ্যতে এমন এক পেশায় যেতে চায় যেখানে অধ্যয়ন ও গবেষণাই মূল কাজ।

এদিকে, রূপমের মা একজন ডাক্তার। তিনি চান ছেলে ডাক্তারি পড়ুক এবং ভবিষ্যতে চিকিৎসক হোক।

দু'জন অভিভাবকের দুই রকম প্রত্যাশা আর নিজের আগ্রহ; এই তিনের টানাপোড়েনে রূপম এখন নিজেকে কোন্ পথে চালাবে, তা ঠিক করা তার জন্য এক কঠিন সিদ্ধান্ত হয়ে উঠেছে।

রূপমের কী করা উচিত?

- **ডাক্তারি**
- **সাংবাদিক**
- **গবেষণা**
- **অধ্যাপনা**
- **চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট**
- **হোটেল ম্যানেজার**
- **ইঞ্জিনিয়ার**

পরিস্থিতি ৩

সোহিনী নবম শ্রেণির ছাত্রী। পড়াশোনায় সে খুব মেধাবী না হলেও দায়িত্বশীল ও শান্ত স্বভাবের। খেলাধুলা, গান, নাচ বা আঁকার প্রতি তার তেমন আগ্রহ নেই। সে খুব কম কথা বলে এবং স্বভাবতই লাজুক।

এই কারণেই তার বাবা-মা বেশ চিন্তিত। তারা চান, সোহিনী ভবিষ্যতে চাকরির পরীক্ষায় বসে একটা স্থায়ী কোনো চাকরি করুক। তবে সোহিনীর নিজের একটা স্বপ্ন আছে; সে ডাক্তার হতে চায়। মানুষের চিকিৎসা করার ইচ্ছেটা তার ছোটো থেকেই। কিন্তু সে জানে, ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষায় সফল হতে যে নম্বর দরকার, সেটা পাওয়া তার পক্ষে বেশ কঠিন।

সোহিনীর একটা বিশেষ গুণ আছে, যেটা সে নিজেও খুব একটা গুরুত্ব দিয়ে ভাবে না, আর অন্যরাও সেটাকে সহজেই চোখে দেখে না; কারও মন খারাপ থাকলে বা কেউ মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হলে, সোহিনী খুব কোমলভাবে কথা বলে তাদের সান্ত্বনা দিতে পারে। সে মানুষের আচরণ ও অনুভূতির সূক্ষ্ম দিকগুলো গভীরভাবে লক্ষ করে এবং তা বুঝতেও ভালোবাসে।

এই সংবেদনশীলতা ও মানসিক সমঝোতার গুণ হয়তো একদিন সোহিনীকে এমন এক পথে নিয়ে যাবে, যেখানে সে তার মতো করেই মানুষকে সাহায্য করতে পারবে; হয়তো কাউন্সেলিং, সাইকোলজি বা সমাজসেবার মতো পেশায়।

সোহিনীর কী করা উচিত?

- অভিনয়
- খেলাধুলা
- সরকারি চাকরি
- ডাক্তারি
- সাইকোলজিকাল কাউন্সেলিং
- আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা

পরিস্থিতি ৪

রায়হান একজন কৌতূহলী, প্রাণবন্ত ও বহুমুখী আগ্রহসম্পন্ন ছাত্র। বর্তমানে সে দশম শ্রেণিতে পড়ে। পড়াশোনা ও খেলাধুলা; দুটির প্রতিই তার আন্তরিক ভালোবাসা রয়েছে।

তার বাবা একজন সফল ইঞ্জিনিয়ার, মা একজন ডাক্তার। ফলে স্বাভাবিকভাবেই, বাবা চান রায়হান ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে এম.বি.এ করে কর্পোরেট জগতে প্রতিষ্ঠিত হোক। আর মা চান, সে ডাক্তারি পড়েই মানুষের সেবা করুক।

কিন্তু রায়হান এখনও নিজে নিশ্চিত নয় সে ভবিষ্যতে কী হতে চায়। তার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পেশার প্রতি আকর্ষণ জন্মায়। ছোটোবেলায় সে অ্যাকশন হিরো হওয়ার স্বপ্ন দেখত, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নায়কোচিত সংলাপ অনুশীলন করত। তখন তার বাবা-মা ভাবতেন, সে হয়তো একদিন বাণিজ্যিক ছবির নামকরা পরিচালক হবে!

ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রতি তার কিছুটা আগ্রহ থাকলেও, সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ল্যাপটপে প্রোগ্রামিং করতে বসে থাকতে ভালোবাসে না। বরং, তার কল্পনায় ঘোরাফেরা করে এক রেডিও জকির স্টুডিও, কিংবা একজন ভ্রমণপ্রেমী প্রযোজকের জীবন, যিনি দেশ-বিদেশ ঘুরে নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছেন।

রায়হান নিজের আগ্রহ, কৌতূহল ও স্বপ্নগুলোর মধ্যে দিয়ে নিজের পথ খুঁজে চলেছে। সময়ের সঙ্গে হয়তো তার ভেতরের সত্যিকারের ইচ্ছা স্পষ্ট হয়ে উঠবে; একটি এমন ক্যারিয়ার যা শুধু সফলতা নয়, আনন্দও দেবে।

তাহলে রায়হানের কী হওয়া উচিত?

- ডাক্তার
- টিভি অভিনেতা
- পাইলট
- রেডিও জকি
- ইঞ্জিনিয়ার
- বাংলা সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা

তুমি হলে কী করতে? রায়হানের জন্য কোন্ ক্যারিয়ারটি সবচেয়ে ভালো বলে মনে হয়?

.....

.....

.....

পরিস্থিতি ৫

অনুষ্কা নবম শ্রেণির ছাত্রী। ছোটোবেলা থেকেই তার একটা স্বপ্ন; সে একদিন একজন রেডিও জকি (RJ) হবে। শব্দ, ভাষা আর কণ্ঠস্বরের জাদু দিয়ে মানুষের মনে জায়গা করে নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা তার ভিতর গভীরভাবে গাঁথা।

তার পরিবারেও সাংস্কৃতিক পরিবেশ রয়েছে। দিদি একজন কলেজের প্রফেসর, আর মা বাংলা গান শুনতে খুব ভালোবাসেন। অনুষ্কার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে ভাবতে ভাবতে তার মা এক শিক্ষক-শিক্ষিকাকে বাড়িতে আমন্ত্রণ জানান, যেন মেয়ে উপযুক্ত দিশা খুঁজে পায়।

অনুষ্কা বাংলা, ইংরেজি এবং ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ে ভীষণ আগ্রহী। নিয়মিত রেডিও শোনে এবং নিজেকে দক্ষ করে তুলতে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার প্র্যাকটিস করে। সে টিভিতে খবর পাঠ এবং বিভিন্ন রিয়েলিটি শো-ও খুব মন দিয়ে দেখে, উচ্চারণভঙ্গি আর উপস্থাপনার কৌশল রপ্ত করার চেষ্টা করে।

ইংরেজি, নাটক ও সঙ্গীতের প্রতিও তার ঝোঁক রয়েছে। ইংরেজি সংবাদপত্র, ছোটোগল্প আর ম্যাগাজিন পড়ার মাধ্যমে সে নিজের ভাষাগত দখল ও বোধ বাড়াতে চায়।

তবে এত কিছুর প্রতি ভালো লাগা আর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও, অনুষ্কা এখন নিজের ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার নিয়ে একেবারে নিশ্চিত হতে পারেনি। তার শিক্ষক-শিক্ষিকারাও তার বহুমুখী আগ্রহের কারণে নির্দিষ্ট কোনও দিশা দেখাতে পারছেন না।

অনুষ্কা এখন এমন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, যেখানে তার কল্পনা ও বাস্তবতা মিশে গেছে; এবং সে নিজের স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেওয়ার উপায় খুঁজছে।

তাহলে অনুষ্কার কী হওয়া উচিত?

- ডাক্তার
- মাদ্রাসা/ইস্কুল/কলেজে শিক্ষিকা
- সাংবাদিক
- টিভি অভিনেত্রী
- অ্যাকাউন্ট্যান্ট
- রেডিও জকি
- সরকারি চাকরি

অনুষ্কার জায়গায় তুমি হলে কী করতে? তার জন্য কোন্ ক্যারিয়ার সবচেয়ে উপযুক্ত মনে হয়?

.....

.....

কার্যক্রম ২ : হবি সম্পর্কিত কয়েকটি বাস্তব জীবনের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা

আমরা প্রতিদিনের বেশিরভাগ সময়ই ব্যয় করি নিয়মিত ও প্রয়োজনীয় কাজগুলো করতে; যা সবসময় আমাদের পছন্দের নাও হতে পারে। কিন্তু অবসর সময় আমাদের জন্য এমন এক পরিসর, যেখানে নিজের ইচ্ছেমতো কাজ করার সুযোগ থাকে।

এই অবসরের মুহূর্তগুলোতেই অনেকেই গান শুনি, বই পড়ি বা পছন্দের কোনও সৃজনশীল কাজে মগ্ন হয়ে যাই। কেউ কেউ ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়ি পাহাড়ে ট্রেকিং করতে, কেউ যাই পাখি দেখা বা ছবি তোলার জন্য প্রকৃতির মাঝে, আবার কেউ তুলি-রঙ নিয়ে বসে যাই ছবি আঁকতে।

এইসবই আমাদের 'হবি' বা শখ; যা আমাদের আনন্দ দেয়, মন হালকা করে এবং অনেকক্ষেত্রে আত্ম-পরিচয়ের দিশাও দেখায়। শুধু তাই নয়, খেলাধুলা, গান, নাচ, অভিনয় বা ফটোগ্রাফির মতো বহু হবি ভবিষ্যতে পেশা হিসেবেও গড়ে তোলা যায়।

এই অধ্যায়ে আমরা কিছু হবি ও তার সঙ্গে সম্পর্কিত বাস্তব পরিস্থিতি নিয়ে জানব এবং আমার নিজের আগ্রহ ও সম্ভাবনা আবিষ্কার করতে সাহায্য করবে।

প্রক্রিয়া :

- আমার তিনটি শখের কথা লিখি এবং ভেবে দেখি; কেন এই শখগুলো তোমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

নীচের পরিস্থিতিগুলি পড়ি এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনা করি।

পরিস্থিতি ১

আনোয়ার ছোটোবেলা থেকেই আঁকতে ভালোবাসে, বিশেষ করে কার্টুন আঁকায় তার গভীর আগ্রহ। সম্প্রতি সে একটি গোয়েন্দা গল্প পুরোপুরি কার্টুনের মাধ্যমে এঁকে ফেলেছে, যা তার সৃজনশীলতার পরিচয় দেয়।

আনোয়ারের বাবা নেই। সে মামার বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করে, আর তার মা অন্য শহরে চাকরি করেন। আনোয়ারের মা চান তার ছেলে যেন ইঞ্জিনিয়ার হয়। একবার ছুটিতে বাড়ি এসে, মা যখন আনোয়ারের আঁকা গোয়েন্দা গল্পটি দেখলেন, তখন রীতিমতো বকাবকি করলেন; তাঁর মতে, এসব 'অপ্রয়োজনীয়' কাজে সময় নষ্ট করা একেবারেই উচিত নয়।

আনোয়ার পড়াশোনায় মাঝারি মানের ছাত্র। তার ইচ্ছা মানবিক শাখায় (Arts) পড়াশোনা করার। একবার টিভিতে একটি অনুষ্ঠানে একজন আর্কিটেক্টকে দেখে তার সেই কাজের প্রতি আগ্রহ জন্মায়। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানতে পারে যে আর্কিটেকচার পড়তে হলে উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান বিভাগে কমপক্ষে ৫৫% নম্বর থাকা প্রয়োজন, যা তার জন্য কঠিন।

তবে আনোয়ার থেমে যায়নি। সে নিজে উদ্যোগ নিয়ে জানতে পেরেছে যে Arts নিয়ে পড়েও সে গ্রাফিক ডিজাইনার, ওয়েব ডিজাইনার বা গ্রাফিক আর্টিস্টের মতো পেশায় যেতে পারে। সে আরও জানতে পেরেছে যে আজকাল শুধু শিশুদের জন্য নয়, প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যও গ্রাফিক নভেল বা ইলাস্ট্রেটেড বইয়ের বিপুল জনপ্রিয়তা তৈরি হয়েছে।

আনোয়ার এখন সিদ্ধান্ত নিয়েছে — সে তার প্রিয় কাজ নিয়েই পড়াশোনা করবে এবং জীবনে সফল হয়ে তার মায়ের মুখে হাসি ফোটাবে।

আনোয়ারের অবসরের 'হবি' কি তার ক্যারিয়ার নির্বাচনে কোনো ভূমিকা নিয়েছে? আমার মতামত লিখি।

.....

.....

.....

পরিস্থিতি ২

পলাশ ছোটোবেলা থেকেই বন্দুক সম্পর্কে প্রবল আগ্রহী। প্রথম দিকে তার পরিবার এই আগ্রহকে শিশুসুলভ কৌতূহল হিসেবেই দেখেছিল। তাই তাকে খেলনা বন্দুক কিনে দিয়েছিল আদর করে। তারা ভেবেছিল, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ঝোঁকও কেটে যাবে।

কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের প্রতি তার আগ্রহ আরও গভীর হতে থাকে। সে বিভিন্ন টিভি অনুষ্ঠান, বই, পত্রিকা; সব জায়গা থেকেই বন্দুক সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করতে শুরু করে। এতে তার পরিবারের মধ্যে দুশ্চিন্তা তৈরি হয়।

তবে পলাশের বন্দুকের প্রতি আগ্রহ শুধুই যান্ত্রিক ও কারিগরি দিক থেকে। সে একেবারেই হিংসাত্মক বা সহিংস মনোভাবের নয়। তাই সেনাবাহিনী বা পুলিশে যোগ দেওয়ার কথা তার মনে কখনও আসেনি।

পলাশ নিজেই খোঁজখবর নিয়ে জেনেছে যে কলকাতার কাশীপুরে একটি বন্দুক তৈরির কারখানা রয়েছে। তার ইচ্ছা একদিন সেখানে গিয়ে কাছ থেকে দেখা ও বোঝা, কীভাবে বন্দুক তৈরি হয়, কী ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়।

পলাশের এই কৌতূহল ও আগ্রহকে মাথায় রেখে তার কী ধরনের ক্যারিয়ার নেওয়া উচিত?

.....

.....

পরিস্থিতি ৩

অনুপমা দশম শ্রেণির ছাত্রী। তার পরিবার আর্থিকভাবে সচ্ছল এবং সবাই তার প্রতি অনেক প্রত্যাশা রাখে। সে পড়াশোনায় অত্যন্ত মেধাবী; প্রায় প্রতিটি পরীক্ষায় প্রথম হয়। তাই পরিবার এবং মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষিকারা বিশ্বাস করেন, অনুপমা ভবিষ্যতে জীবনে অনেক বড়ো কিছু অর্জন করবে।

কিন্তু অনুপমার নিজের মনে এক ভিন্ন স্বপ্ন গড়ে উঠছে; তার প্রবল আগ্রহ অভিনয়ের প্রতি। সে নাচতেও খুব ভালো পারে এবং আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন ভঙ্গিমা ও অভিব্যক্তি অনুশীলন করতে ভালোবাসে। সে বিশ্বাস করে, তার মধ্যে একজন অভিনেত্রী হয়ে ওঠার প্রতিভা আছে।

অনুপমা ইন্টারনেট ঘেঁটে জেনেছে, দেশের বিভিন্ন জায়গায় পেশাদার অভিনয় শেখানোর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে, যেখানে অনেক মেধাবী তরুণ-তরুণী প্রশিক্ষণ নেয়। তারও ইচ্ছা এমন কোনো প্রতিষ্ঠানে গিয়ে নিজের দক্ষতা বাড়ানোর।

তবে এই বিষয়ে তার পরিবার একেবারেই অনুৎসাহী। তারা চায় অনুপমা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা অন্য কোনো 'স্থায়ী' পেশায় যাক; এমন কিছু, যেটা সামাজিক মর্যাদা ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দেবে।

অনুপমা কি তার এই আগ্রহ ও স্বপ্নকে জীবনের মূল ক্যারিয়ার হিসেবে বেছে নেবে, নাকি অন্য কোনো ক্যারিয়ারের পাশাপাশি অভিনয়কে ধীরে ধীরে গড়ে তুলবে? কীভাবে সে তার স্বপ্ন ও বাস্তবতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে?

.....

.....

.....

পরিস্থিতি ৪

শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীদের বলবেন, ''এইবার আমরা এমন একজনের গল্প জানব, যিনি ছোটোবেলার শখকে জীবনের পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন''।

সম্পূর্ণা ছোটোবেলা থেকে পুতুল খেলতে ভালোবাসত। কিন্তু ওর পরিবার নিম্ন-মধ্যবিত্ত হওয়ায় বাবা-মা সব সময় নতুন পুতুল কিনে দিতে পারতেন না। তাই সম্পূর্ণা মেলায় গিয়ে নানা ধরনের পুতুল দেখে কৌতূহল নিয়ে হাতে তুলে নিত, খুঁটিয়ে দেখত কীভাবে বানানো হয়েছে। বাড়িতে সে মাটি, কাপড়, তুলো ইত্যাদি দিয়ে নিজেই পুতুল বানানোর চেষ্টা করত।

কিছুটা বড়ো হয়ে সে নিজেই খরচ বাঁচিয়ে একটি সফট টয় বানানোর কোর্স করে। তারপর একে একে নিজের বানানো খেলনা বিভিন্ন প্রদর্শনীতে পাঠাতে শুরু করে। আশ্চর্যের বিষয়, অনেকেই ওর পুতুল পছন্দ করে কিনতে শুরু করে। ধীরে ধীরে এই কাজ থেকে উপার্জন করে সংসারেও সাহায্য করতে থাকে।

এরপর সে একটি ছোটো কারখানা চালু করে, যেখানে কয়েকজনকে প্রশিক্ষণ দিয়ে কাজে নিযুক্ত করে। পরবর্তীকালে সম্পূর্ণা বুঝতে পারে উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে, তাই সে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েশন সম্পূর্ণ করে।

আজ ওর বানানো সফট টয় দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশেও বিক্রি হচ্ছে।

সম্পূর্ণার শখ তার ক্যারিয়ার গঠনে কীভাবে সাহায্য করেছে? এটি কি একটি সফল ক্যারিয়ার বেছে নেওয়ার উদাহরণ হতে পারে?

.....

.....

.....

পরিস্থিতি ৫

সৌম্য শোভাবাজারের একটি মধ্যবিত্ত যৌথ পরিবারে বড়ো হয়েছে। পরিবারের সবাইকে খুব সে ভালোবাসে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি সময় কাটাতে পছন্দ করে তার দাদু-ঠাকুমার সঙ্গে। তারা অসুস্থ হলে সৌম্য সবসময় পাশে থাকে।

দাদুর সঙ্গে সে মাঝে মাঝে একটি বৃদ্ধাশ্রমেও যেত। সেখানে থাকা মানুষদের সঙ্গে গল্প করা, তাদের কথা মন দিয়ে শোনা; এসব সৌম্যর খুব ভালো লাগত।

উচ্চমাধ্যমিকে ৮৫% পেয়ে সে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা (জার্নালিজম) নিয়ে পড়তে যায় এবং পরে মাস্টার্স করে। বর্তমানে কলকাতার একটি নামকরা সংবাদপত্রে কাজ করছে।

তার ব্যস্ত জীবনের মাঝেও সে সময় বের করে সেই বৃদ্ধাশ্রমে যায়। একবার সে বৃদ্ধাশ্রমের বাসিন্দাদের নিয়ে একটি প্রবন্ধ লেখে, যেটি পাঠকদের মনে দাগ কাটে। সেই লেখার জন্য সে বছর 'বেস্ট জার্নালিস্ট' পুরস্কারও পায়।

এই স্বীকৃতি সৌম্যকে আরও বেশি অনুপ্রেরণা দেয় তার কর্মজীবনে।

সৌম্যর অবসরের সময় কাটানোর অভ্যাস কীভাবে তার কর্মক্ষেত্রে তাকে বিশেষ স্বীকৃতি এনে দিল? এই অভ্যাস কি ভবিষ্যতের জন্য মূল্যবান হয়ে উঠতে পারে?

.....

.....

.....

পরিস্থিতি ৬

শাওন নবম শ্রেণির ছাত্র। সে ছোটোবেলা থেকেই ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি খুলে দেখার, ভাঙার ও জোড়াতালি দেওয়ার প্রতি বেশ আগ্রহী। ঘরে খারাপ হয়ে যাওয়া রিমোট, ঘড়ি বা টর্চলাইট সে নিজেই খুলে খতিয়ে দেখে এবং অনেক সময় ঠিক করেও ফেলে। তার এই আগ্রহ দেখে পাড়া-প্রতিবেশীরাও মাঝে মাঝে ছোটোখাটো জিনিস ঠিক করিয়ে নেয়।

তবে, পড়াশোনার দিকে শাওন মাঝারি মানের ছাত্র। তার বাবা একজন গাড়ি মেকানিক, আর মা গৃহবধূ। বাবা চান শাওন পড়াশোনা করে 'ভালো চাকরি' করুক, যেন তার মতো কষ্ট না করতে হয়। কিন্তু শাওনের স্বপ্ন ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করা। সে মেকানিক্যাল বা ইলেকট্রনিকস নিয়ে কোনো ভোকেশনাল কোর্স করতে চায়।

সে ইন্টারনেট ঘেঁটে জানতে পেরেছে, পলিটেকনিক কলেজে সে ডিপ্লোমা কোর্স করতে পারে। কিন্তু বাবা-মা এখনও চান সে মাধ্যমিকের পরে উচ্চমাধ্যমিক এবং তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুক।

শাওনের 'হবি' তার ভবিষ্যতের ক্যারিয়ারে সঙ্গে কীভাবে জুড়ে যেতে পারে? শাওনের পরিবার যে রাস্তায় যেতে বলছে, সেটি কি তার আগ্রহের সঙ্গে মানানসই? শাওন কীভাবে তার আগ্রহ এবং পরিবারিক প্রত্যাশার মধ্যে একটা সমন্বয় করতে পারবে? কখনও কি এমন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছি, যেখানে নিজের আগ্রহ ও পরিবারের ইচ্ছার মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে?

.....

.....

.....

.....

কার্যক্রম ৩ : ''আমার আগ্রহ, আমার কর্মজীবন''

প্রক্রিয়া :

- ছোটো ছোটো গ্রুপে ভাগ হয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতা ও স্বপ্ন শেয়ার করি। শিক্ষক-শিক্ষিকা গ্রুপের আলোচনায় অংশ নেবেন এবং গাইড করবেন।

উদ্দেশ্য :

ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের শখ, দক্ষতা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে বের করার উৎসাহ দেওয়া।

অধ্যায় ৬

ক্যারিয়ার সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান

ক্যারিয়ার সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান

নিজেদের আগ্রহ, দক্ষতা ও ভবিষ্যৎ লক্ষ্য অনুযায়ী ক্যারিয়ার বেছে নেওয়া খুবই জরুরি। এজন্য দরকার বিভিন্ন আকর্ষণীয় ক্যারিয়ার ও সেইসব কাজের সঙ্গে জড়িত পড়াশোনা, প্রশিক্ষণ ও জীবিকার সুযোগ সম্পর্কে সঠিক ও বাস্তবসম্মত তথ্য জানতে পারে।

কার্যক্রম ১ : আকর্ষণীয় ক্যারিয়ারের প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করা

প্রক্রিয়া :

ক্যারিয়ার বিষয়ে তথ্য জানার জন্য বিশেষ কিছু ক্যারিয়ার পোর্টাল আছে, যেগুলো জানা প্রয়োজন।

- ৫-৬টি দলে ভাগ হয়ে কাজটি করি।
- প্রতিটি দল একটি করে ক্যারিয়ার বেছে নেবে — হয় ক্যারিয়ার কার্ড দেখে, নয়তো পোর্টাল থেকে তথ্য সংগ্রহ করে।
- দলটি সেই ক্যারিয়ার সম্পর্কে নীচের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি খুঁজে বার করবে।
- পরে এক দল অন্য দলের কাছে প্রশ্ন করবে; যেন একে অপরের কাছ থেকেই বিভিন্ন ক্যারিয়ার সম্পর্কে জানার সুযোগ তৈরি হয়।

১. ক্যারিয়ারের নাম এবং মূল কাজ কী? (এই পেশার একজন মানুষ প্রতিদিন ঠিক কী কাজ করেন?)

২. এই ক্যারিয়ারে যেতে হলে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা কী প্রয়োজন?

৩. একাদশ শ্রেণিতে কোন্ কোন্ বিষয় বেছে নিতে হবে এই ক্যারিয়ারের জন্য?

৪. এই ক্যারিয়ারে গড় বেতন বা মাসিক আয় কত হতে পারে?

৫. এই বিষয়ে পড়ার জন্য অন্তত ২টি সরকারি ও ২টি বেসরকারি কলেজ বা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নাম।

৬. এই ক্যারিয়ারে কাজের পরিবেশ কেমন হয়? (যেমন; অফিসে না মাঠে, কম্পিউটারের সামনে না বাইরে ইত্যাদি)

৭. এই ক্যারিয়ারে উন্নতির সম্ভাবনা বা অগ্রগতির পথ কেমন? (যেমন; প্রমোশন, উচ্চতর প্রশিক্ষণ ইত্যাদি)

৮. চাকরি বা কর্মসংস্থান কোথায় পাওয়া যেতে পারে? (সরকারি, বেসরকারি, দেশ বা বিদেশে)

নীচে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পোর্টালের লিঙ্ক দেওয়া হল, যেগুলি শিক্ষক-শিক্ষিকারা ছাত্রছাত্রীদের দেখাতে ও ব্যবহার করতে উৎসাহিত করবেন :

- Vikramshila Career Portal : https://vikramshila.org/cc/home
- WB Career Portal : https://wbcareerportal.in

কার্যক্রম ২ : ''আমার পছন্দ, আমার ক্যারিয়ার ''

উদ্দেশ্য :

ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ ও সাইকোমেট্রিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে পছন্দের ক্যারিয়ার সম্পর্কে গভীর ও বাস্তবসম্মত তথ্য অনুসন্ধানের অভ্যাস গড়ে তোলা।

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

- প্রিন্ট করা ক্যারিয়ার কার্ড (যেখানে বিভিন্ন ক্যারিয়ার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া আছে)
- Vikramshila Career Portal : https://vikramshila.org/cc/home
- WB Career Portal : https://wbcareerportal.in
- কর্মপত্র, নোটবুক
- চার্টপেপার, কলম ও মার্কার

প্রক্রিয়া :

- ক্যারিয়ার নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এবং এটি জানতে হলে আমাদের সেই ক্যারিয়ার সম্পর্কে অনেক তথ্য জেনে নিতে হবে।
- নিজের পছন্দমতো দুটি ক্যারিয়ার বেছে নিই।
- এরপর নীচে দেওয়া প্রশ্নগুলি ক্যারিয়ার কার্ড বা পোর্টাল ব্যবহার করে খুঁজে বের করি।

নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রতিটি ক্যারিয়ার সম্পর্কে আলাদা আলাদা করে লিখি :

প্রশ্ন	ক্যারিয়ার ১	ক্যারিয়ার ২
ক্যারিয়ারের নাম কী?		
এই ক্যারিয়ারে একজন মানুষ কী কী কাজ করেন?		
এই ক্যারিয়ারে যেতে হলে কোন্ স্ট্রিম (Science/Arts/Commerce/Vocational) নির্বাচন করা উচিত?		
এই বিষয়ে পড়াশোনা করার জন্য ২টি সরকারি কলেজের নাম		
২টি বেসরকারি কলেজ/প্রতিষ্ঠানের নাম		
শুরুর গড় বেতন কত? (মাসিক বা বার্ষিক)		
কাজের পরিবেশ কেমন? (অফিস, মাঠে, প্রযুক্তিনির্ভর, ঘুরে বেড়ানো ইত্যাদি)		
এই ক্যারিয়ারে কেমন অগ্রগতির সুযোগ আছে? (প্রমোশন, বিশেষ প্রশিক্ষণ ইত্যাদি)		
এই ক্যারিয়ারে চাকরির সুযোগ কোথায় কোথায় পাওয়া যায়? (সরকারি, বেসরকারি, দেশ/বিদেশ)		

- দুটি ক্যারিয়ারে সম্পর্কে তৈরি করা তথ্য শ্রেণির সামনে উপস্থাপন করি। চাইলে ২-৩ জনে দল করেও উপস্থাপন করা যেতে পারে।

''ক্যারিয়ার গ্যালারি ওয়াক''

সকলে তাদের এই কাজটি চার্ট পেপারে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করবে এবং 'ক্যারিয়ার হাব'-এ প্রদর্শনের জন্য জমা দেবে। প্রতিটি কাজ দেয়ালে টাঙানো হবে, যাতে সবাই ঘুরে ঘুরে একে অপরের কাজ দেখতে পারে। এই আয়োজনকে ''ক্যারিয়ার গ্যালারি ওয়াক'' বলা হবে; যেখানে অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরাও অংশ নেবেন এবং সবাই মিলে একে অপরের পেশা বিষয়ক অনুসন্ধান ও উপস্থাপনা সম্পর্কে জানার সুযোগ পাবেন।

কার্যক্রম ৩ : কাজের কর্মক্ষেত্র/ক্যারিয়ার অনুসন্ধান ও শ্রেণিকক্ষ উপস্থাপনা

বিভিন্ন ডোমেন ও স্ট্রিম থেকে পেশা বাছাই ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে ক্যারিয়ারের বৈচিত্র্য বোঝা দরকার। তার জন্য আমরা নীচের কাজটি করতে পারি।

প্রক্রিয়া :

ধাপ ১ : ক্যারিয়ার অনুসন্ধান ও চার্ট তৈরি (দলগত কাজ)

- শ্রেণিকে ৪টি দলে ভাগ হয়ে কাজটি করি।
- প্রতিটি দল ২টি করে ক্ষেত্র বা ডোমেন (যেমন : বিজ্ঞান ও বাণিজ্য / সাধারণ ও আতিথ্য) নিই।
- Career Cards – Vikramshila Portal এবং ক্যারিয়ার ম্যাপ ফাইল ব্যবহার করে তাদের ডোমেন অনুযায়ী কমপক্ষে ১০টি পেশা বেছে নিই, যেগুলো আমাদের আগ্রহের সাথে মেলে।
- ১০ মিনিটে কাজটি শেষ করি।
- প্রতি দলে চার্টে এই তথ্যগুলো নোট করি এবং সেই অনুযায়ী শ্রেণিতে সকলের সাথে উপস্থাপনা করি।

ধাপ ২ : নতুন ক্যারিয়ার বেছে নিয়ে বিশ্লেষণ

- প্রতিটি দল তাদের বাছাই করা তালিকা থেকে ২টি এমন ক্যারিয়ার বেছে নিই, যা বেশিরভাগ সদস্যের কাছে নতুন বা অজানা।
- নীচের পয়েন্টগুলির ভিত্তিতে এই ২টি পেশার বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করি :
  - ক্যারিয়ারের নাম ও কাজ
  - ন্যূনতম যোগ্যতা
  - একাদশ শ্রেণিতে কোনো বিষয় বেছে নিতে হবে
  - গড় বেতন

- সরকারি ও বেসরকারি প্রশিক্ষণ সংস্থার নাম
- কাজের পরিবেশ
- ক্যারিয়ারে উন্নতির পথ ও কর্মক্ষেত্র

- নিজেদের তথ্য শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করি।

ধাপ ৩ : প্রতিক্রিয়া ও আলোচনা

এত নতুন তথ্য পেয়ে কেমন লাগছে? আমার প্রতিক্রিয়া ডায়েরিতে লিখে রাখি।

ধাপ ৪ : বিভাগভিত্তিক ক্যারিয়ার তালিকা তৈরি

পুরো শ্রেণিকক্ষ ৫টি বিভাগে ভাগ হয়ে কাজটি করি :

	বিজ্ঞান (Science)	বৃত্তিমূলক (Vocational)	বাণিজ্য (BFSI)	আতিথেয়তা (Hospitality)	সাধারণ (General)

- প্রতিটি দল তাদের বিভাগ অনুযায়ী কমপক্ষে ১০টি ক্যারিয়ার বেছে নেবে ও ডায়েরিতে নোট করবে।

উদাহরণস্বরূপ টেবিল :

বিভাগ	ক্যারিয়ার ১	ক্যারিয়ার ২	ক্যারিয়ার ৩	ক্যারিয়ার ৪	ক্যারিয়ার ৫	ক্যারিয়ার ৬	ক্যারিয়ার ৭	ক্যারিয়ার ৮	ক্যারিয়ার ৯	ক্যারিয়ার ১০
বিজ্ঞান										
বাণিজ্য										
বৃত্তিমূলক										
আতিথ্য										
সাধারণ										

ধাপ ৫ : চিন্তাভাবনা ও ভুল ধারণা ভাঙা

শুধু বিজ্ঞান নয়, অন্যান্য বিভাগ থেকেও প্রচুর ক্যারিয়ার বিকল্প আছে। ক্যারিয়ার নির্বাচন করার সময় মূলত বিবেচনা করতে হবে : আগ্রহ, দক্ষতা, মূল্যবোধ, শেখার ধরন।

- কেউ যদি রান্না করতে ভালোবাসে, তবে সে শেফ, বেকারি, চকলেটিয়ার, ফুড স্টাইলিস্ট হতে পারে।
- কেউ যদি ছবি আঁকতে ভালোবাসে, তবে সে হতে পারে গ্রাফিক ডিজাইনার, অ্যানিমেটর, ইলাস্ট্রেটর।
- পশু ভালোবাসলে হতে পারে ভেটেরিনারিয়ান বা অ্যানিম্যাল কেয়ার স্পেশালিস্ট।

এই আলোচনা থেকে পাওয়া তথ্য ও অনুধাবন নিজের ডায়েরিতে লিখে রাখি।

কার্যক্রম ৪ : ক্যারিয়ার কার্ড পরীক্ষা করা

প্রক্রিয়া :

- ৫-৬ জনের ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে যায়।
- প্রতিটি দলকে একটি নির্দিষ্ট ক্যারিয়ার কার্ডের সেট দেওয়া হবে, যেগুলোতে বিভিন্ন ক্যারিয়ারের নাম, কাজের ধরন, যোগ্যতা,

আয় ইত্যাদি তথ্য থাকবে।

- প্রতিটি দল তাদের পাওয়া কার্ড ১০ মিনিট ধরে পর্যবেক্ষণ করি এবং আলোচনা করি।
- ১০ মিনিট পর, প্রতিটি দল তাদের কার্ড সেটটি বাম দিকের দলের সঙ্গে বদলাবে।
- এই প্রক্রিয়া চলতে থাকবে যতক্ষণ না প্রতিটি দল সব কার্ডের সেট ঘুরিয়ে দেখে নেয়।
- সব দল কার্ড দেখা শেষ করার পর, শিক্ষকেরা ক্যারিয়ার সম্পর্কিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে একটি ছোটো কুইজ নেবেন।
- কুইজে বিভিন্ন কার্ড থেকে প্রশ্ন আসবে, যেমন : ''কোন্ কাজে অফিসের বাইরেও কাজ করতে হয়?''
- ''ইলাস্ট্রেটর'' হওয়ার জন্য কী ধরনের দক্ষতা দরকার?''
- ''কোন্ দুটি ক্যারিয়ারে কম্পিউটার ব্যবহারের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি?'' ইত্যাদি।
- কুইজটি করা যেতে পারে : দলগতভাবে (প্রতিটি দল উত্তর দেবে), অথবা ব্যক্তিভিত্তিক (সবার অংশগ্রহণ বাড়াতে)।

এখানে একটি নমুনা ক্যারিয়ার কুইজ প্রশ্নপত্র দেওয়া হল :

১. নীচের কোন্ পেশায় মূলত কম্পিউটার ব্যবহার করে ডিজাইন করতে হয়?

ক) নার্স খ) গ্রাফিক ডিজাইনার গ) শিক্ষক ঘ) কাঠমিস্ত্রি

২. একজন শেফ হতে গেলে নীচের কোন্ বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেওয়া ভালো?

ক) ইলেকট্রনিকস খ) অ্যাকাউন্টিং গ) হোটেল ম্যানেজমেন্ট ঘ) কৃষি

৩. নীচের কোন্ ক্যারিয়ারটি ফিল্ড ওয়ার্ক নির্ভর?

ক) সাইকোলজিস্ট খ) এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্টিস্ট গ) চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট ঘ) ওয়েব ডেভেলপার

৪. ক্যারিয়ার নির্বাচন করার সময় কোন্‌টি গুরুত্বপূর্ণ নয়?

ক) নিজের আগ্রহ খ) বন্ধু কী বলেছে গ) নিজের দক্ষতা ঘ) ভবিষ্যতের সুযোগ

৫. নীচের কোন্ ক্যারিয়াররে জন্য একাদশ শ্রেণিতে বিজ্ঞান (Biology) নেওয়া জরুরি?

ক) অ্যাকাউন্টেন্ট খ) সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার গ) ডাক্তার ঘ) গ্রাফিক ডিজাইনার

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Short Answer) :

৬. একজন ট্যুর গাইড কী ধরনের পরিবেশে কাজ করেন?

৭. কোন্ ক্যারিয়ারের মানুষ গান বা সংগীত নিয়ে কাজ করেন?

৮. দুটি ক্যারিয়ারের নাম লেখো যেখানে সরকারি চাকরির সুযোগ আছে?

৯. একজন ডিজিটাল মার্কেটার হওয়ার জন্য কোন্ কোন্ দক্ষতা দরকার?

১০. এমন একটি ক্যারিয়ারের নাম লেখো যা তোমার আগে জানা ছিল না, কিন্তু এখন আগ্রহ তৈরি হয়েছে।

অধ্যায় ৭

আমার ক্যারিয়ার পরিকল্পনা

আমার ক্যারিয়ার পরিকল্পনা

১ : পারিবারিক পটভূমি

বাবার শিক্ষাগত যোগ্যতা : .....

বাবা কী করেন? : .....

মায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা : .....

মা কী করেন? : .....

অভিভাবকের মোবাইল নম্বর : .....

ভাইবোনের সংখ্যা : .....

ভায়েরা কী করে : .....

বোনেরা কী করে : .....

আনুমানিক পারিবারিক আয় : .....

২. আমার ক্যারিয়ার পরিকল্পনা

নম্নলিখিত কাজগুলি করি

অংশ ১ : RIASEC ফলাফলের ভিত্তিতে আমি যে ক্যারিয়ার বেছে নিতে চাই?

- ক্যারিয়ার গ্রুপ ১ :
- ক্যারিয়ার গ্রুপ ২ :
- ক্যারিয়ার গ্রুপ ৩ :

অংশ ২ : RIASEC ফলাফলের উপর ভিত্তি করে আমি যে ক্যারিয়ার গড়তে চাই?

ক্যারিয়ারের বিকল্প ১ :

ক্যারিয়ারের বিকল্প ২ :

ক্যারিয়ারের বিকল্প ৩ :

তোমার বাবা-মা তোমার জন্য কোন্ ক্যারিয়ার চান?

আমার পছন্দের ক্যারিয়ারের বিবরণ :

ক্যারিয়ার ১ :

ক্যারিয়ার ২ :

ক্যারিয়ার ৩ :

আমার ক্যারিয়ার পরিকল্পনা

কলেজে ভর্তির জন্য আমাকে যে পরীক্ষাগুলির প্রস্তুতি নিতে হবে :

.....

.....

.....

এমন কিছু দক্ষতা যা নিয়ে আমি কাজ করতে চাই?

.....

.....

.....

৩. নিজের পরিচয় দেওয়া

উদ্দেশ্য : নিজের সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসের সাথে কথা বলা

১. দেখি নিই কীভাবে কাউকে নিজের পরিচয় দিতে হয়। তুমি হয়তো ভাববেন এতে এত গুরুত্বপূর্ণ কী আছে, তবে এটি শুধু নিজের নাম বলার মতো সহজ নয়। তুমি কী বলবে তার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। তুমি নিম্নলিখিত উপায়ে নিজের পরিচয় দিতে পারো।

নমস্কার, আমার নাম.....

আমি (শহর/গ্রামের নাম) এ থাকি।

আমার পরিবারে (কে কে) আছেন। .....

আমার বয়স..... (বছর)।

আমি..... (মাদ্রাসার নাম) এর ছাত্রী/ছাত্র।

আমি..... (শ্রেণি) তে পড়ি। আমার প্রিয় বিষয় হল.....।

আমার শখ হল.....।

আমি অবসর সময়ে..... উপভোগ করি।

আমি বড়ো হয়ে..... হতে চাই।

বিষয়	শখ	খেলা
• হিন্দি • ইংরেজি • সমাজ বিজ্ঞান • গণিত • পদার্থ বিজ্ঞান • রসায়ন বিজ্ঞান • জীব বিজ্ঞান	• বই/সংবাদপত্র পড়া • ফুটবল/ক্রিকেট/ব্যাডমিন্টন খেলা • কম্পিউটার ব্যবহার করা • টিকিট/মুদ্রা সংগ্রহ করা • গান শোনা	• ফুটবল • ক্রিকেট • ক্যারাম • ব্যাডমিন্টন • টেবিল টেনিস

২. নিজের পরিচয় দেওয়ার সময় আত্মবিশ্বাসী থাকতে হবে। তুমি যার সাথে কথা বলছ, তার সাথে সবসময় দৃষ্টি বিনিময় করার চেষ্টা করতে হবে।

৩. সামনের জনের কথা শুনতে হবে। আত্মবিশ্বাসের সাথে উত্তর দিতে হবে।

৪. আমরা সবাই নিজের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করি।

৪. বায়োডাটা লেখা

উদ্দেশ্য : বায়োডাটা তৈরি করা।

১. কীভাবে ইন্টার্নশিপ করব? নিম্নলিখিতভাবে করতে পারি :

- যেখানেই আমরা ইন্টার্নশিপ করতে আগ্রহী, সেখানে গিয়ে সরাসরি ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে পারি।
- চাইলে আমরা একটি মার্জিত ও সংক্ষিপ্ত ইমেইলও পাঠাতে পারি।
- অথবা, তাদের অফিসে ফোন করে প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে পারি।
- তবে যে-কোনো যোগাযোগের সময় আমাদের নিজেদের সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য শেয়ার করা দরকার।
- এখন জেনে নেব এই সমস্ত দরকারি তথ্য কীভাবে সুন্দরভাবে একসাথে তুলে ধরা যায়?

বায়োডাটা বা রিজ্যুম কী?

বায়োডাটা (বা রিজ্যুমে) হল এমন একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যেখানে আমাদের ব্যক্তিগত তথ্য, শিক্ষাগত যোগ্যতা, দক্ষতা ও আগ্রহের সারাংশ থাকে।

প্রয়োজনে আমরা সেখানে দু'জন রেফারেন্স বা সুপারিশকারী ব্যক্তির নামও উল্লেখ করতে পারি।

এটি একটি লিখিত নথি, যার মাধ্যমে যিনি এটি পড়বেন তিনি আমাদের সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা পাবেন।

যে প্রতিষ্ঠানে তুমি ইন্টার্নশিপ খুঁজছ।

- যে প্রতিষ্ঠানে আমি ইন্টার্নশিপ খুঁজছি।
- যে প্রতিষ্ঠানে আমি কিছু সময়ের জন্য চাকরি খুঁজছি (যদি বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর হয়)।
- কোনো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে।

জেনে নিই; বায়োডাটায় কী কী তথ্য লেখা হয়!

নিয়োগকর্তা আমাকে কীভাবে ইন্টার্নশিপের জন্য নিয়োগ করবেন?

আমরা যেখানে ইন্টার্নশিপ করতে চাই, সেখানে গিয়ে ম্যানেজারের সাথে দেখা করতে পারি।

- আমরা একটি ইমেল পাঠাতে পারি।
- আমরা তাদের কল করতে পারি।
- আমাদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তাদের সাথে শেয়ার করতে হবে।

এই সমস্ত বিস্তারিত তথ্য কীভাবে একসাথে শেয়ার করা যায়?

বায়োডাটা (বা রিজ্যুমে) হল এমন একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যেখানে আমাদের ব্যক্তিগত তথ্য, শিক্ষাগত যোগ্যতা, দক্ষতা ও আগ্রহের সারাংশ থাকে।

প্রয়োজনে আমরা সেখানে দু'জন রেফারেন্স বা সুপারিশকারী ব্যক্তির নামও উল্লেখ করতে পারি।

এটি একটি লিখিত নথি, যার মাধ্যমে যিনি এটি পড়বেন তিনি আমার সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা পাবেন।

শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীদের জিজ্ঞেস করবেন, ''তোমরা কার সাথে বায়োডাটা শেয়ার করতে পারো?''

- যে প্রতিষ্ঠানে তারা ইন্টার্নশিপ খুঁজছে।
- যে প্রতিষ্ঠানে তারা পার্টটাইম চাকরি খুঁজছে (যদি তার বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর হয়)।
- যদি কেউ কোনো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

বায়োডাটা তৈরির জন্য একটি পরিকল্পনা

আমরা প্রথমে বায়োডাটা তৈরির জন্য একটি পরিকল্পনা করব। নীচে একটি তালিকা দেওয়া হল—এটি ব্যবহার করে তোমরা নিজের বায়োডাটা তৈরি করতে পারো। চাইলে এটি বাংলা, হিন্দি, উর্দু বা ইংরেজি; যে ভাষায় স্বাচ্ছন্দ্য, সেই ভাষায় লিখতে পারো।

১. ব্যক্তিগত তথ্য (Personal Information)

নাম :

পিতা/মাতা বা অভিভাবকের নাম :

জন্ম তারিখ :

লিঙ্গ :

ঠিকানা :

মোবাইল নম্বর :

ইমেল আইডি :

২. শিক্ষাগত যোগ্যতা (Educational Qualification)

কোন্ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছো, কবে পাশ করেছো ইত্যাদি।

৩. সহ-পাঠ্যক্রমিক অভিজ্ঞতা (Co-curricular Activities)

যেমন — খেলাধুলা, সংগীত, বিতর্ক, নাটক ইত্যাদি।

৪. পুরস্কার/সম্মান (Achievements/Awards)

আপনি যে পুরস্কার বা সনদ পেয়েছো সেগুলি।

৫. ভাষাজ্ঞান (Languages Known)

আপনি কোন্ কোন্ ভাষায় পড়তে, লিখতে, বা বলতে পারো।

৬. আগ্রহ, দক্ষতা ও শখ (Interests, Skills & Hobbies)

যেমন — চিত্রাঙ্কন, নেতৃত্ব দেওয়া, গ্রাফিক ডিজাইন, সময়নিষ্ঠতা ইত্যাদি।

৭. ইন্টার্নশিপের অভিজ্ঞতা (যদি থাকে)

কোথাও কাজ শিখেছো কি?

৮. রেফারেন্স (Reference)

এমন দুজন যারা তোমার সম্বন্ধে জানেন (চাইলে উল্লেখ করতে পারো)।

৯. স্বাক্ষর ও তারিখ

২. উদাহরণ হিসেবে একজন ছাত্রীর বায়োডাটা :

নাম : মুসকান

পিতা/অভিভাবকের নাম : মিঃ আমান

জন্ম তারিখ : ৫ মে, ২০০৬

লিঙ্গ : মহিলা

ঠিকানা : ফ্ল্যাট ১, লেন ১, ঝিলমিল হাউস, টালিগঞ্জ, কলকাতা - ৭০০০০৩৩

মোবাইল নম্বর : ৯৯৯৯৯৯৯৯৯

ইমেল আইডি : muskan5506@gmail.com

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ২০২২ — একাদশ শ্রেণি (বাণিজ্য), ২০২১ — দশম শ্রেণি (পাশ)

সহ-পাঠ্যক্রমিক অভিজ্ঞতা : ফুটবল দলের সদস্য, অ্যাথলিটিক্সে অংশগ্রহণ

পুরস্কার : ২০০ মিটার দৌড়ে দ্বিতীয়, অঙ্কনে প্রথম

ভাষা : হিন্দি (পড়তে, লিখতে ও বলতে পারি), ইংরেজি (পড়তে ও লিখতে পারি)

দক্ষতা ও শখ : দলে কাজ করা, সময় মেনে চলা, ডিজাইন করা

ইন্টার্নশিপ : নেই

রেফারেন্স : অনুরোধে দেওয়া যাবে

স্বাক্ষর :

.....

তারিখ : ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

৩. বায়োডাটা সময় অনুযায়ী আপডেট (update) করা দরকার।

ব্যাবহারিক কাজ :

যখন মাদ্রাসায় ক্যারিয়ার দিবস বা মেলা হবে, তখন সেই প্রোগ্রামের পরিকল্পনা, নিজের দায়িত্ব, অভিজ্ঞতা, শেখা বিষয়; সব কিছু নিজের খাতায় লিখে রাখো। শেষে ছবি আঁকো বা লাগিয়ে একটা ছোটো রিপোর্ট তৈরি করো।

জার্নালে যা যা থাকতে পারে :

- আমার পছন্দের জীবিকা বা ক্যারিয়ারগুলোর তালিকা ও তথ্য।
- আশেপাশের দোকান, ওয়ার্কশপ বা ব্যাবসা নিয়ে নোট করো; যেখানে আমি ইন্টার্নশিপ করতে আগ্রহী।
- কোনো মেন্টর বা বড়োদের কাছ থেকে শেখা গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলি লিখে রাখতে হবে।

- এমন সব ইতিবাচক ঘটনা নোট করতে হবে, যেমন — কোনো প্রতিযোগিতায় জয়, শিক্ষকের প্রশংসা ইত্যাদি।
- নতুন শেখা শব্দ বা তথ্যের তালিকা তৈরি করতে হবে।
- ধাপে ধাপে নিজের ক্যারিয়ার পরিকল্পনা লিখে রাখতে হবে —
    - কোন্ বিষয় পড়বো,
    - কোন্ কলেজে যেতে চাই,
    - কীভাবে বৃত্তির খোঁজ পাবো, ইত্যাদি।

প্রতিফলন এবং শেয়ার করা :

আমার ডায়েরি যেন হয়ে ওঠে আমার ক্যারিয়ার সচেতনতার রেকর্ড। নিয়মিত ফিরে দেখা, আপডেট করা। নিজের স্বপ্ন, পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলা বন্ধুদের, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের, বড়ো ভাইবোনদের সঙ্গে।

প্রয়োজনে পরামর্শদাতার সঙ্গে ডায়েরির তথ্য শেয়ার করা।

বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাৎকার নেওয়া, কথা বলা, আর সেই অভিজ্ঞতা লিখে রাখা।।